[redacted]

সম্মেলন স্মারক-২০০৯

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

চট্টগ্রাম বিভাগ দক্ষিণ

International Islamic University Chittagong

4-Year Bachelor Programs in:

- Quranic Sciences & Islamic Studies (QSIS)
- Da'wah & Islamic Studies (DIS)
- Computer Science & Engineering (CSE)
- Computer & Communication Engineering (CCE/ETE)
- Electrical & Electronic Engineering (EEE)
- Business Administration (BBA)
- English Language & Literature (ELL)
- Law (LL.B Hons.)
- Pharmacy (B. Pharm)

❖ **LL.B : 2 years (Evening)**

IIUC combines quality with morality

Master Programs in :

- **MBA** *(Regular)*
- **MBA** *(Executive)*
- **MBM** *(Master of Bank Management)*
- **MA in English** *(Preliminary & Final)*
- **MA in QSIS**
- **MA in DIS**
- **LL.M**

Separate & secure arrangement for **Girl Students**

Vice-Chancellor : **Prof. Dr. Muhammad Mahbub Ullah**

- One of the top Nine (09) Private Universities,
- Engineering Program accredited by The Board of Accreditation For Engineering & Technical Education (BAETE)
- Bachelor of Pharmacy (Hons.) [B. Pharm] Program is approved by Bangladesh Pharmacy Council & UGC

- Largest Private University with more than 300 teachers
- Only the Private University using more than half million sft.
- The most beautiful & rich Library with more than 1 Lac copies of books etc.
- Affordable Tuition Fee
- Special waiver for outstanding Semester Result
- Residential Facilities

Permanent Campus: Chittagong, Tel : Tel: 031-610085, 610308, 638656, 638657, 625230, 639981, Ext.: 0, 101, 102
Chittagong City Campus : 154/A, College Road, Chittagong-4203, Tel: 031-610085, 610308, 638656-7, 625230, 639981, Fax : 88-031-610307
Dhaka Campus : House #23, Road#3, Dhanmondi, Dhaka - 1205, Tel : 88-02-8613294, 8629947, 9670220, 9670193, FAX : 88-02-8624692

info@iiuc.ac.bd | Website: www.iiuc.ac.bd | info-dc@iiuc.ac.bd

find your future. ***today.***

METRO HOMES

www.metrohomesbd.com

Exclusive apartment @ Prestigious Location

apartment sizes 1075-3200 sft.

MEMBER REHAB

Chittagong

Metro Heritage	Sirajuddulah Road(Parade Corner)
Metro Ali's Castle	K-Block, Halishahor
Metro Huq's Garden	South Khulshi
Metro Nawasi	Kabi Nazrul Islam Road, Firingi Bazar

note : 1sft = 0.0929 sqm.(appx.)

Dhaka

Metro Aziz Terrace	Old DOHS, Banani
Metro Heaven	Block- A, Bashundhara R/A
Metro Palce	Block- A, Bashundhara R/A
Metro Ahmed's Dream	Uttara : 1
Metro Splendor	Uttara : 4
Metro Oliva	Uttara : 6
Metro Salvia	Uttara : 6
Metro Astoria	Uttara : 7
Metro Lake View	Uttara : 7
Metro Blue Castle	Central Road
Metro Melody	Shamoly
Metro Sunnyside	Mohammadpur
Metro Glory	Mohammadpur
Metro Dream	Baitul Aman Housing
Metro Hope	Baitul Aman Housing
Metro Riviera	Baitul Aman Housing
Metro Sunflower	Mirpur : 1
Metro Springfield	Gulshan : 2
Metro Aims	Malibag
Metro Chowdhury Garden	Panthapath
Metro Mamuna	Baitul Aman Housing
Metro Rabeya Villa	Indira Road
Metro Rokeya Niketon	Kallyanpur

Chittagong Office :
Metro Homes Ltd., Golden Plaza, 5th Floor
(Aarong Building), 1692 CDA Avenue, GEC More, Chittagong.
Phone : 2552762, 2552763, Cell : 01817-299852, 01819-172364, 01711-989808.

Corporate Haed Office :
Metro Homes Ltd. Metro Shopping Mall 4th Floor,
House : 1, Road : 12 (New), Mirpur Road, Dhanmondi, Dhaka 1209
Tel : 8124093, 8142706, 8153107, 9120496. Fax : 88 02 9128733,
Cell : 01715-458749, 01712-892321, 01715-655860, 01817-006246
E-mail : info@metrohomesbd.com

بسم الله الرحمن الرحيم
বাংলাদেশ ও সৌদি সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ওমরাহ্ ও হজ্ব এজেন্ট-লাইসেন্স নং-৩৮৯
HAAB MEMBER
BIMAN APPROVED
ATAB
ATAB MEMBER
জিএমজি এয়ারলাইনস্
IATA
ACCREDITED AGENT
স্বপ্নের আকাশে আমরাও সাথী
আন্তর্জাতিক ভ্রমনে এবং হজ্ব / ওমরাহ্ পালনে সর্বোত্তম সেবা প্রদানকারী ও সর্বোচ্চ সুনাম অর্জনকারী সরকার অনুমোদিত একটি প্রতিষ্ঠান।
HOQUE INTERNATIONAL
হক হজ্ব কাফেলা
হক ইন্টারন্যাশনাল
সত্ত্বাধিকারী ঃ মাহমুদুল হক পিয়ারু
বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন..
৬১, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট (২য় তলা দক্ষিণ), আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম
ফোন ঃ ৬২১৬৮৫, ২৮৬২৮৬৫, মোবাইল ঃ ০১৮১৯৩১৬১৭৪, ০১৯১৩৬২৩৮৬১,
website : www.hoqueintl.com

আশ্-শেফা হাসপাতাল (প্রাঃ) লিঃ

বান্দরবান রাস্তার মাথা, বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স সংলগ্ন, কেরাণীহাট, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।
ফোন ঃ ০৩০৩৬-৫৬৫৪৬ মোবাঃ ০১৮১৬-০৮৩৯২৫

বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণের নাম	ভিজিট এর তারিখ ও সময়
ডাঃ এস.এম. মোস্তফা কামাল এম.বি.বি.এস; ডি.কার্ড সহযোগী অধ্যাপক, কার্ডিওলজী, চ.মে.ক. হাসপাতাল।	প্রতিমাসের ২য় শুক্রবার দুপুর ২টা – বিকাল ৫টা পর্যন্ত
ডাঃ এ.জে.এম সাদেক এম.বি.বি.এস; এফ.সি.পি.এস (শিশু) সহকারী অধ্যাপক (শিশু বিভাগ), চ.মে.ক. হাসপাতাল।	প্রতি শুক্রবার সকাল ১০টা – দুপুর ১টা পর্যন্ত
ডাঃ মোঃ সোহেল মফিজ এফ.সি.পি.এস (মেডিসিন) সহকারী অধ্যাপক।	প্রতি শুক্রবার সকাল ১০টা – সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত
ডাঃ মোঃ মাসুদ করিম এম.বি.বি.এস: (গোল্ড মেডেলিস্ট) এফ.সি.পি.এস (সার্জারী) এফ.এন.ইউ.এইচ (সিঙ্গাপুর) পিত্তথলী, পিত্তনালী, পিনক্রিয়াজ, প্লীহা ও লিভার সার্জারী বিশেষজ্ঞ, চ.মে.ক. হাসপাতাল।	প্রতি শুক্রবার সকাল ১২টা – বিকাল ৫টা পর্যন্ত
ডাঃ মোঃ জামাল হোসেন এম.বি.বি.এস; এফ.সি.পি.এস (ই.এন.টি) এম.এস. আবাসিক সার্জন, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল।	প্রতিমাসের ২য়, ৪র্থ ও ৫ম শুক্রবার সকাল ১০টা – দুপুর ১টা পর্যন্ত
ডাঃ এম.এ. মুশফিকুর রহমান (পিকু) এম.বি.বি.এস; এফ.সি.পি.এস (সার্জারী); এম.এস (শিশু সার্জারী) রেজিষ্ট্রার, সার্জারী বিভাগ, চ. মে. ক. হাসপাতাল।	প্রতি মঙ্গলবার দুপুর ২টা – ৫টা পর্যন্ত
ডাঃ মোঃ গিয়াস উদ্দীন এম.বি.বি.এস; এম.এস (চক্ষু) চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল।	প্রতি শুক্রবার বিকাল ৬টা – রাত ৮টা পর্যন্ত
ডাঃ নিরুপমা বড়ুয়া এম.বি.বি.এস; ডি.জি.ও; এম.সি.পি.এস (গাইনী) গাইনী, স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন, চ.মে.ক. হাসপাতাল।	প্রতি শুক্রবার সকাল ১০টা – দুপুর ২টা পর্যন্ত
ডাঃ মোসাম্মৎ জেবুন্নেচ্ছা এম.বি.বি.এস; এফ.সি.পি.এস (গাইনী এন্ড অবস) এম.আর.সি.ও.জি পার্ট-২ (লন্ডন), চ. মে. ক. হাসপাতাল।	প্রতি শুক্রবার বিকাল ৩টা – ৫টা পর্যন্ত
ডাঃ সীমা ভট্টাচার্য এম.বি.বি.এস; ডি.জি.ও, এম.সি.পি.এস (গাইনী) মহিলা, স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন।	প্রতি মঙ্গলবার বিকাল ৩টা – বিকাল ৬টা পর্যন্ত
ডাঃ প্রদীপ কুমার কায়স্থগীর এম.বি.বি.এস; পি.জি.টি (মেডিসিন); বি.সি.এস (স্বাস্থ্য) এ.ডি. নিউরো মেডিসিন, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল।	প্রতি শুক্রবার সকাল ৯টা – বিকাল ৫টা পর্যন্ত

বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণের নাম	ভিজিট এর তারিখ ও সময়
ডাঃ এম. মুর্তজা আলম (সাদি) এম.বি.বি.এস; বি.সি.এস (স্বাস্থ্য) এম.সি.পি.এস (মেডিসিন); এম.ডি (কার্ডিওলজি)	প্রতি মাসের ১ম, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শুক্রবার দুপুর ২টা – ৫টা পর্যন্ত
ডাঃ ওসমানুর রশিদ এম.বি.বি.এস; এম.সি.পি.এস (রেডিওলজী ও ইমেজিং) এফ.সি.পি.এস (রেডিওলজিষ্ট ও সনোলজিষ্ট)	প্রতি শুক্রবার সকাল ১১টা – বিকাল ৫টা পর্যন্ত
ডাঃ মোঃ ইসমাইল এম.বি.বি.এস (সি.ইউ); বি.সি.এস (স্বাস্থ্য); ডি.ডি.ভি (অস্ট্রিয়া); এম.এ.এম.এস (ভিয়েনা) এফ.আর.এস. এইচ (লন্ডন); এম.এস.এস.ভিডি (লন্ডন); চ.মে.ক. হাসপাতাল।	প্রতিমাসের ১ম ও ৩য় শুক্রবার সকাল ১০ – দুপুর ২টা পর্যন্ত
ডাঃ মোঃ ওমর ফারুক এম.বি.বি.এস; এম.সি.পি.এস; ডি.এল.ও (ডি.ইউ) নাক, কান, গলারোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন, চ.মে.ক. হাসপাতাল।	প্রতিমাসের ১ম ও ৩য় শুক্রবার সকাল ১০টা – দুপুর ১টা পর্যন্ত
ডাঃ মোঃ এয়াকুব হোসেন এম.বি.বি.এস; বি.সি.এস (স্বাস্থ্য); এফ.সি.পি.এস (অর্থো-সার্জারী) এম.সি.পি.এস সার্জারী প্রাক্তন সার্জন, রয়েল হাসপাতাল, কুয়েত, প্রভাষক, অর্থো বিভাগ, চ.মে.ক.হা।	প্রতি রোববার বিকাল ৩টা – সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত
ডাঃ জুনায়েদ মাহমুদ খান এম.বি.বি.এস; বি.সি.এস (স্বাস্থ্য), ডি.ডি.ভি এফ.সি.পি.এস (চর্ম ও যৌন রোগ-২য় পর্ব) চ.মে.ক. হা।	প্রতি শুক্রবার বিকাল ৪টা – সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত
ডাঃ শফিউল করিম এম.বি.বি.এস; এফ.সি.পি.এস (শেষ পর্ব) ক্লিনিক্যাল মেডিসিন বিভাগ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (পিজি হাসপাতাল) ঢাকা।	প্রতি শুক্রবার সকাল ১০টা – দুপুর ২টা পর্যন্ত
ডাঃ খোরশেদ আনোয়ার এম.বি.বি.এস (সি.এম.সি); সি.সি.ডি (বারডেম, ঢাকা)। এফ.সি.পি.এস (মেডিসিন, পার্ট-২)	প্রতিদিন সকাল ১০টা – দুপুর ২টা বিকাল ৫টা – রাত ৯টা
ডাঃ মোহাম্মদ শাহজাহান এম.বি.বি.এস; বি.সি.এস (স্বাস্থ্য) ডি.এম.ইউ (ইমেজিং)	শনি হইতে বৃহস্পতিবার
ডাঃ নাসির উদ্দিন এম.বি.বি.এস. (সিওমেক) পি.জি.টি (নাক, কান, গলা) সি.সি.ডি (বারডেম-ঢাকা) এম.এস (ই.এন.টি, পার্ট-১)	প্রতিদিন সকাল ১০টা – দুপুর ২টা বিকাল ৫টা – রাত ৯টা

সার্বক্ষণিক বহিঃ বিভাগে রোগী দেখবেন।

ডাঃ কাজী মোহাম্মদ ইলিয়াস

এম.বি.বি.এস (ঢাকা) এফ.সি.পি.এস (মেডিসিন শেষ পর্ব)
আবাসিক মেডিকেল অফিসার, আশ্-শেফা হাসপাতাল (প্রাঃ) লিঃ

দিবা রাত্রি ২৪ ঘন্টা জরুরী চিকিৎসা সার্ভিস প্রদানে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

আমাদের সুবিধাসমূহ ঃ ❖ বিদেশ গমনেচ্ছুদের মেডিকেল ফিটনেস যাচাই। ❖ এক্স-রে (দাঁতের এক্স-রে সহ) করা হয়। ❖ অত্যাধুনিক প্যাথলজি। ❖ মাইনর সার্জারী। হাঁপানি রোগীর জন্য নেভ্যুলাইজার ও অক্সিজেন সুবিধা প্রদান। ❖ কম্পিউটারাইজড্ ই.সি.জি। ❖ সার্বক্ষনিক বহিঃ বিভাগ। ❖ অবজারভেশন ওয়ার্ড। ❖ আলট্রাসনোগ্রাফী/ইকোকার্ডিওগ্রাফী। ❖ দিবারাত্রি রোগী ভর্তি করা হয়। ❖ সপ্তাহের প্রতি শুক্রবার নিয়মিত বিশেষজ্ঞ মহিলা ডাক্তার দ্বারা গর্ভবতী মহিলাদের চেক-আপ ও ডেলিভারীর সুব্যবস্থা আছে। ❖ যাবতীয় টিকাদান কার্যক্রম ঃ নিউমোনিয়া, টাইফয়েড, বি.সি.জি টিকা, জন্ডিসের টিকা (কুকুরের কামড়ের টিকার ব্যবস্থা, হেপাটাইটিস 'বি' ভ্যাকসিন) ইত্যাদি।

আশ্-শেফা হাসপাতাল (প্রাঃ) লিঃ এর পক্ষে
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

* আপনি কি সেন্টমার্টিন, হিমছড়ি ও ইনানী ভ্রমণের কথা ভাবছেন? আপনার জন্য রয়েছে আমাদের হাতে কম খরচে ভ্রমণের লোভনীয় সুযোগ। আজই চলে আসুন আমাদের ঠিকানায়।

আমাদের অনন্য সেবাসমূহ : সেন্টমার্টিন যাওয়ার

১. জাহাজের টিকেট
২. প্যাকেজ বুকিং
৩. হোটেল বুকিং

জয় ট্যুরিজম

মোহাম্মদ নুর
প্রোপ্রাইটার
০১৭২২-৪৭৩৬৭৪, ০১৮১৫-৪২০৮৯৬

রেন্ট-এ-কার, হোটেল বুকিং, প্যাকেজ বুকিং

হিমছড়ি, ইনানি, দরিয়া নগর, সেন্ট মার্টিন, সাফারী পার্ক, মহেশখালী, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, মায়ানমার।

ফুলকুঁড়ি রেস্তোরাঁ, লাইট হাউস রোড, কক্সবাজার।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন
চট্টগ্রাম বিভাগীয় সম্মেলন সফল হউক।

মৌলানা বদরুদদুজা কুতুবী
এস.ই.ভি.পি. ও ইনচার্জ
পদ্মা ইসলামী লাইফ ইন্সুরেন্স লিমিটেড
কক্সবাজার জোনাল অফিস

Our's
corporation
An United Multi-Functional Organization

ডিজিটাল
বাংলাদেশ
গড়ার প্রত্যয়ে...

[redacted]

শুধু শিক্ষিত নয়, চাই তথ্যপ্রযুক্তিগত শিক্ষাই শিক্ষিত জাতি

আমাদের সেবা সমূহ

কম্পিউটার এন্ড মোবাইল ট্রেনিং সেন্টার | মোবাইল এন্ড কম্পিউটার সেলস্
মোবাইল এন্ড কম্পিউটার সার্ভিসিং | ফটোস্ট্যাট, স্প্যারাইল বাইন্ডিং, লেমিনেটিং
ডিজিটাল স্টুডিও | কম্পোজ, ই-মেইল, ইন্টারনেট

যোগাযোগ
মেইন রোড, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম। মোবাইল : ০১৯১৭-২০৫১৮

ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল, ঢাকা

সবচেয়ে কম মূল্যে, সর্বাধুনিক এবং নিরাপদ

গাইনী ও প্রসূতি বিভাগ

ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল, মতিঝিল

ইসলামী ব্যাংক সেন্ট্রাল হাসপাতাল, কাকরাইল

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন এর সকল শুভ উদ্যোগে শুভেচ্ছা

এডভোকেট আবদুল কাইয়ুম ভূঁইয়া

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

স্ক্যান হোল্ডিংস্ লিমিটেড, প্রগ্রেসিব টাওয়ার (২য় তলা), ১৮৩৭ শেখ মুজিব রোড,
আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম। ফোন : ০৩১-২৫২৩৪৪১, ০১৮১৭-৭৭৫০৯০
e-mail:kaiyum_simi@yahoo.com
www.skanholdings.com

We wishes every success of Sramik Kollyan Federation

Mostaque Ahmed Sabuj
Cell : 01819 - 60 99 04

MOHANAGAR
PRINTING PRESS

Exclusive Printing Works ....

40, G.A. Bhaban, (G.Floor.), 36/37, N.A. Chy. Road,
Anderkilla, Ctg. Cell : 01558-452135, 01815-610321

MOHANAGAR PRINTING PRESS

দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন'০৯ সফলতা কামনা করছি।

বিবাহের শাড়ীর জন্য আমাদের ভুবনে বিশাল আয়োজন

নিউ ফ্যাশন

ক্লথ ষ্টোর

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত

আলহাজ্ব আবদুল মান্নান

প্রোপ্রাইটর

* আমদানীকৃত বিদেশি শাড়ী * আধুনিক ও উন্নতমানের বিবাহের শাড়ী ও বিবাহের লেহেঙ্গা * সিনথেটিক শাড়ী * টাঙ্গাইল, পাবনা * ঢাকাই জামদানি * মিরপুরী কাতান * সিল্ক, তছর, রাজশাহী সিল্ক, * হাফ সিল্ক, ব্লক, বাটিক, এপলিক * বিভিন্ন রকমের সুতি শাড়ী ও লুঙ্গির বিপুল আয়োজন।

ন্যায্য মূল্যে যাকাতের শাড়ী ও লুঙ্গি পাওয়া যায়।

১ম ও ২য় তলা, ২৪১, হাজী দুদু মিঞা মার্কেট, টেরীবাজার, চট্টগ্রাম। ফোন ঃ ০৩১-৬১৪৪২৩

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন'০৯ সফল হোক

শ্রমিক আল্লাহর বন্ধু - আল হাদিস

নিরাপদ হোটেল

সকাল,দুপুর,রাত্রে ভাত ছাড়া আরও পাওয়া যাচ্ছে- সুস্বাদু চনা, পিঁয়াজু, শিংগারা, ছমুচা, চিড়া, মিষ্টি পুরী, ডাল পুরী, আলুর চপ, জিলাপী, বেগুনি, সবজি চপ ইত্যাদি

সকালে পান্তা ভাত, গরম ভাত, আলুর চাটনি, ডিম, ভাজি,
চনার ডাল, মুগ ডাল, ডিম পোচ, কচু শাক ইত্যাদি পাওয়া যায়।

প্রোপ্রাইটর ঃ মোহাম্মদ ইউনুছ চৌধুরী

৬০ টেরী বাজার (২য় তলা), চট্টগ্রাম। নূর মোহাম্মদ মার্কেটের পূর্ব পার্শ্বে লাগানো।

ফোন ঃ ০৩১-২৮৬০৫৫২, মোবাইল ঃ ০১৮১১-২৫৭৫৯৯

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের
উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করি

S. M. Lutfar Rahman
✆ 01814-26 58 18

আল-আকসা বুকস
AL-AQSA BOOKS

মাদ্‌রাসা, স্কুল, কলেজের বই ও যাবতীয় ইসলামী
সাহিত্য পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা।

নতুন ঠিকানা

২৩, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্লেক্স
(উত্তর) নীচ তলা, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

এগিয়ে যাক শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন, চট্টগ্রাম বিভাগ দক্ষিণ এর সম্মেলন সফল হোক

Mokbul Ahamed Bhuiyan (Dulal)
Director
Mobile : 01815-822330

লাকী লাইট হাউস
LUCKY LIGHT HOUSE

All kinds of Electrical Goods Suppliers, Retailer & Whole Sellers

বৈদ্যুতিক সামগ্রীর নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

221, Jubilee Road, W-5, Anex Kader Plaza (Ground Floor)
Chittagong. Phone : 2857638, Mobile : 01819-393146
E-mail : lucky.lightctg@gmail.com, mahamedskf@gmail.com

স্টার
সৈয়দ চান্দ টাওয়ার

বুকিং চলছে

আগে আসলে আগে পাবেন ভিত্তিতে বরাদ্দ চলছে

এককালীন মূল্য পরিশোধে বিশেষ ছাড়

দোকান শো-রুম অফিস এ্যাপার্টমেন্ট

আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন শপিং কমপ্লেক্স কাম এ্যাপার্টমেন্ট।
প্রশস্ত সুদৃশ্য করিডোর, সুসজ্জিত প্রধান প্রবেশ দ্বার।
নিরাপদ স্বাস্থ্যসম্মত ও স্বাচ্ছন্দ্য পরিবেশ।
সুপ্রশস্ত সিঁড়ি এবং লিফটের ব্যবস্থা।
সার্বক্ষনিক জেনারেটর সুবিধা।
সুপরিসর পার্কিং।

S H L

স্টার হোল্ডিংস (প্রাঃ) লিমিটেড

প্রজেক্ট অফিস
১ চক্‌বাজার, চট্টগ্রাম।

হেড অফিস
নাজির সালেহ্ কমপ্লেক্স (৪র্থ তলা), ২০৩ আর.এস. রোড, ১০৭ স্টেশন রোড, রিয়াজুদ্দীন বাজার, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম।
ফোন : ২৮৫৭৪৯০, মোবাইল : ০১৮১৯-৬৪৪০৯০, ০১৮১৮-৬২১৪৮৩, ০১৮১[illegible]২৭৮, ০১৮১৯-৯৬৪০৩৪, ০১৮১৮-০২৬৯০৬

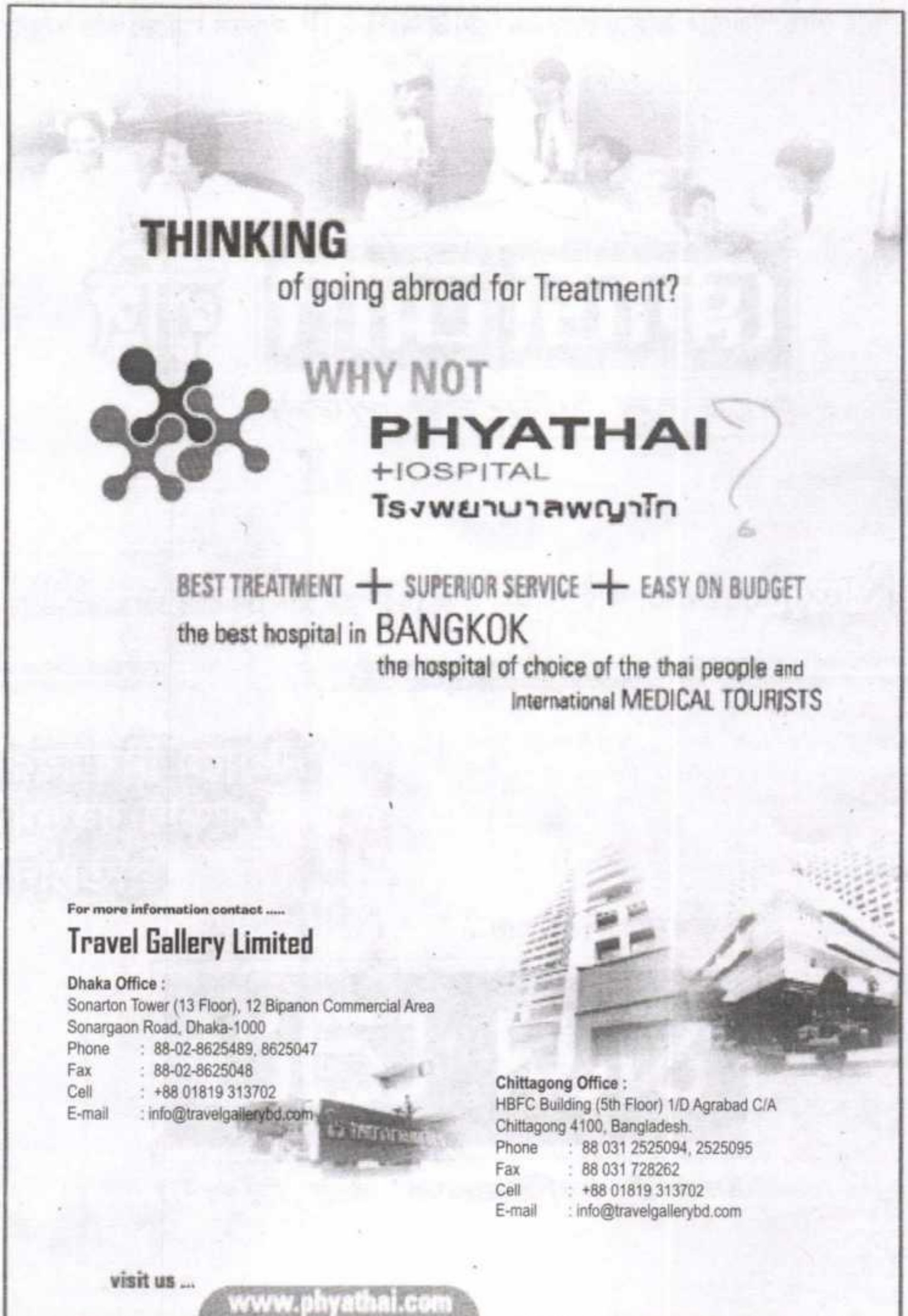
THINKING
of going abroad for Treatment?
WHY NOT
PHYATHAI
HOSPITAL
โรงพยาบาลพญาไท
BEST TREATMENT + SUPERIOR SERVICE + EASY ON BUDGET
the best hospital in BANGKOK
the hospital of choice of the thai people and
International MEDICAL TOURISTS
For more information contact .....
Travel Gallery Limited
Dhaka Office :
Sonarton Tower (13 Floor), 12 Bipanon Commercial Area
Sonargaon Road, Dhaka-1000
Phone : 88-02-8625489, 8625047
Fax : 88-02-8625048
Cell : +88 01819 313702
E-mail : info@travelgallerybd.com
Chittagong Office :
HBFC Building (5th Floor) 1/D Agrabad C/A
Chittagong 4100, Bangladesh.
Phone : 88 031 2525094, 2525095
Fax : 88 031 728262
Cell : +88 01819 313702
E-mail : info@travelgallerybd.com
visit us ...
www.phyathai.com

ছড়িয়ে গেছে সারাদেশে জড়িয়ে গেছে মন ক্লোজআপ লুঙ্গি সচেতন মানুষের অতি প্রয়োজন

ক্লোজ আপ® লুঙ্গি

সচেতন মানুষের পছন্দ

OR Textile ৪৩, ৪৪ ও. আর. প্লাজা (৩য় তলা) কাটা পাহাড় লেইন, টেরি বাজার, চট্টগ্রাম। ০৩১-৬৩৫৪২৯

চট্টগ্রামে বিবাহের শাড়ীর বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান

ঐ রূপ লুকোবে কোথায়...

মনে রেখ

একটি অভিজাত বস্ত্র বিপণী

১৪, ১৫ পরিচয় শপিং সেন্টার (দ্বিতীয় তলা), টেরীবাজার, চট্টগ্রাম। ফোন : ০৩১-২৮৫৩৬৬৯

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ এর

চিন্তা ও চেতনার ক্ষেত্রে আলোড়ন সৃষ্টিকারী একগুচ্ছ বই

হেড অফিস : নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলি রোড, চট্টগ্রাম। ফোন : ৬৩৭৫২৩, ০১৭১১-৮১৬০০২

(১) শেষ প্রান্তর-নসীম হিজাযী, (২) ভেঙ্গে গেল তলোয়ার-নসীম হিজাযী, (৩) খুন রাঙ্গা পথ-নসীম হিজাযী, (৪) মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসিম-নসীম হিজাযী, (৫) মরণ জয়ী-নসীম হিজাযী, (৬) নতুন সূর্য-দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, (৭) চলনবিলের পদাবলী-শফিউদ্দিন সর্দার, (৮) পল্টনে-মাহবুবুল-উল-আলম, (৯) বোবা প্রশ্ন-মুহাম্মদ শামসুজ্জোহা, (১০) রজব আলী তিন পুতের বাপ-ফজলুর রহমান, (১১) শাহেদ আলী শ্রেষ্ঠ গল্প-অধ্যাপক শাহেদ আলী, (১২) দুঃস্বপ্নের পদচিহ্ন-নজমুল চৌধুরী, (১৩) নষ্ট দর্শন-আব্দুল মুবিন, (১৪) নয়া জিন্দেগী (১ম খন্ড)-দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, (১৫) নয়া জিন্দেগী (২য় খন্ড)-দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, (১৬) বাংলা ও বাঙ্গালীর মুক্তিসংগ্রামের মূলধারা-মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, (১৭) যুগে যুগে নারী-ইসহাক ওবায়দী, (১৮) ভাষা আন্দোলন (৪৭-৫২)-মোস্তফা কামাল, (১৯) মধ্যযুগের মুসলিম শাসকেরাই বাংলা সাহিত্যের স্থপতি-কাজী জাফরুল ইসলাম, (২০) অন্য পথের কন্যারা-মুলঃ ক্যারল এল.এনওয়ে, অনুবাদঃ মোঃ এনামুল হক, (আমেরিকান অমুসলিম তরুনীদের ইসলাম গ্রহণের কাহিনী, (২১) নাস্তিকতাবাদের পতন-অনুবাদঃ আলিমুল হক, (২২) তাবলীগ ও ফজিলত-এ.জেড.এম শামসুল আলম, (২৩) বাংলাদেশে মুসলিম সমাজে বিবাহ ও নারীবাদ-মোঃ এনামুল হক, (২৪) কৃতদাস থেকে সাহাবী-এ.জেড.এম শামসুল আলম, (২৫) The Creed of Islam-Abul Hashim,(২৬) জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫-৭৫-অলি আহাদ, (২৭) বাংলাদেশের রাজনীতি সংকট বিশ্লেষণ-ড. তালুকদার মনিরুজ্জামান, (২৮) আমেরিকা আমার কিছু কথা-সৈয়দ আলী আহসান, (২৯) ঘুম ঘুম দুপুরে-লুবনা জাহান, (৩০) গল্পে হযরত আবু বকর (রাঃ)-মসউদ-উশ-শহীদ, (৩১) স্বপ্নের দেশ নবীর দেশ-হেলেনা খান, (৩২) জ্ঞান পাগলা এক বুড়ো-শাহ মুহাম্মদ খুরশীদ আলম, (৩৩) মহানবী ও শিশু-এ.জেড.এম.শামসুল আলম, (৩৪) পশু-পাখীর গল্প-১-মুহাম্মদ ফরিদউদ্দিন খান, (৩৫) পশু-পাখীর গল্প-২-মুহাম্মদ ফরিদউদ্দিন খান, (৩৬) ছোটদের মহানবী (সাঃ)-এ.জেড.এম.শামসুল আলম, (৩৭) সাতটি রং-এর রংধনু-হেলেনা খান, (৩৮) আজব শিশু-মুহাম্মদ ফরিদউদ্দিন খান, (৩৯) সাধুর শয়তান-মুহাম্মদ ফরিদউদ্দিন খান, (৪০) কাছিম উড়ে আকাশে-এ.এফ.শামসুজ্জামান, (৪১) গল্পের ঝুলি-হালিমা খাতুন, (৪২) ছোটদের আব্বাস উদ্দিন-জহুরুল আলম সিদ্দিকী, (৪৩) দেওয়ানা মদিনা-আশকার ইবনে শাইখ, (৪৪) সওদাগরের তোতাপাখি-মুহাম্মদ ফরিদউদ্দিন খান, (৪৫) ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন হযরত বেলাল (রাঃ)-হেলেনা খান, (৪৬) রূহীর প্রথম পাঠ-অধ্যাপক শাহেদ আলী, (৪৭) নূরনবী-এয়াকুব আলী চৌধুরী (৪৮) ইচ্ছেগুলো ডানা মেলে-আহসান হাবিব বুলবুল, (৪৯) বড় মানুষের গল্প (১ম, ২য়, ৩য় খন্ড)-শরীফ আব্দুল গোফরান, (৫০) পড়া আর ছড়া-সাইয়েদ আতেক, (৫১) হরফের ছড়া-ফররুখ আহমদ, (৫২) পাখ-পাখালি-শেখ ফজলুর রহমান, (৫৩) জোনাকি আগুন-জাকির আবু জাফর, (৫৪) তারার গান-সাজ্জাদ হোসাইন খান, (৫৫) নীল গালিচার স্বপ্ন-মনসুর আজিজ, (৫৬) মন হয়ে যায় টাট্টু ঘোড়া-কামাল হোসাইন, (৫৭) কিশোর কলি-হাসান আলীম, (৫৮) ঢেউয়ের চূড়ায় আকাশ ভাঙ্গে-শাহ মুহাম্মদ মোশাহীদ, (৫৯) Portrait of the Sky-Qumrul Islam Khan।

বিঃ দ্রঃ আমাদের গ্রন্থগুলো আপনি সরাসরি কাউন্টার থেকে ২৫% কমিশনে এবং ডাকযোগে ২০% কমিশনে সংগ্রহ করতে পারেন। কমপক্ষে ৫০০ টাকার বই ক্রয় করলে ভি.পি. খরচ আমাদের

ঢাকা অফিস : ১২৫ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।

সেলস অফিস : ১৫০-১৫২, গভ. নিউ মার্কেট, ঢাকা, ফোন : ৮৮০-০২-৯৬৬৩৮৬৩

৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (১ম তলা), বাংলা বাজার, ঢাকা। ফোন : ৮৮০-০২-৭১৬৩৮৮৫

বান্দরবানে অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

সেনা কর্মকর্তা হত্যাকান্ডের মাধ্যমে দেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করার ষড়যন্ত্র চলছে

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান বলেন, দেশের সর্বোত্তম সম্পদ স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্বের অতন্দ্র প্রহরী বিডিআর ও সেনাবাহিনীর মাঝে বিভেদ সৃষ্টির মাধ্যমে গত ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারী যে নজিরবিহীন হত্যাকান্ড সংঘটিত হলো তার জন্য দেশের অপূরনীয় ক্ষতি হলো। তিনি উক্ত ঘটনায় হতাহতের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে মাগফেরাত এবং আহতদের ও শোকাহত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। গতকাল শনিবার শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন বান্দরবান জেলার প্রতিনিধি সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি উপরোক্ত কথা বলেন। নবনির্বাচিত জেলা সভাপতি খোরশেদুল আলমের সভাপতিত্বে বান্দরবান আল ফারুক ইনস্টিটিউট হলে আয়োজিত উক্ত সম্মেলনে তিনি দেশের নিরাপত্তা বাহিনীর মাঝে বিভাজন সৃষ্টির মাধ্যমে দেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করার ষড়যন্ত্র চলছে কিনা তা তদন্তের জন্য সরকারের প্রতি দাবী জানান। তিনি শিশু শ্রমিক বন্ধের দাবী জানান। তিনি আরো বলেন যতদিন পর্যন্ত আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন না হবে ততদিন পর্যন্ত দুনিয়ায় শান্তি আসবে না। শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন দুনিয়া এবং পরকাল এর জন্য কাজ করছে। তিনি স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ ইস্যু না তুলে দেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানান। সম্মেলনে বিশেষ অতিথি ছিলেন বিভাগীয় সেক্রেটারী সেলিম পাটোয়ারী, চট্টগ্রাম উত্তর জেলা সভাপতি মশিউর রহমান, বান্দরবান জেলার প্রধান উপদেষ্টা এস এম আব্দুস সালাম আজাদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট আইনজীবি এডভোকেট আবুল কালাম, মাওলানা আব্দুল আউয়াল, নবনির্বাচিত জেলা সেক্রেটারী শেখ মোহাম্মদ মোস্তফা।

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন উত্তর দক্ষিণের সম্মেলনে অধ্যাপক মুজিব

অবিলম্বে শ্রমিক কর্মচারীদের স্থায়ী বেতন ও মজুরী কমিশন গঠন করুন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান বলেছেন আন্দোলন সফল করতে হলে সর্বস্তরের শ্রমিকদের মধ্যে দাওয়াত পৌছাতে হবে। তিনি সর্বস্তরের শ্রমিকদেরকে শ্রমিক কল্যান রফডারশনের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য আহবান জানান। তিনি ইসলামী শ্রমনীতির আলোকে সর্বস্তরের শ্রমিকদের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য সকল নেতা কর্মীদের প্রতি উদাত্ত আহবান জানান। তিনি সম্প্রতি ফেডারেশনের চট্টগ্রাম উত্তর ও দক্ষিণ জেলার যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত দায়িত্বশীল সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছিলেন। দক্ষিন জেলা সভাপতি মো: ইসহাকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম দক্ষিন বিভাগের সভাপতি এম.এ. তাহের, চট্টগ্রাম মহানগরী সভাপতি অধ্যাপক আহছানুল্লাহ, দক্ষিণ জেলা জামায়াতের আমীর জাফর সাদেক, জামায়াত উত্তর জেলা সেক্রেটারী অধ্যক্ষ আমিরুজ্জামান, জামায়াত দক্ষিণ জেলা সেক্রেটারী অধ্যাপক মোহা: নুরুল্লাহ, উত্তর জেলা সভাপতি মশিউর রহমান, বিভাগীয় সেক্রেটারী সেলিম পাটোয়ারী, আনোয়ারা জুট মিলের সিবিএ সেক্রেটারী আবুল হোসেন, বিভাগীয় প্রচার সম্পাদক সহিদুর রহমান। দক্ষিন ও উত্তর জেলার বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করেন আব্দুল জলিল ও প্রকৌশলী সিরাজুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি এম এ তাহের বলেছেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার কাজ করছে। তিনি বলেন হাজার হাজার কলকারখানা আজ বন্ধ। পাট কলগুলো বন্ধ হয়ে গেছে এবং গার্মেন্টিস গুলো বন্ধের চক্রান্ত চলছে।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সাতকানিয়া উপজেলা শাখার উদ্যোগে বিনামূল্যে চারা বিতরন

গত ১৪ আগস্ট'০৯ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সাতকানিয়া শাখার উদ্যোগে কেরানীহাটস্থ জামায়াত কার্যালয়ে বিনামূল্যে চারা বিতরনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে আলোচনা পেশ করেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন জেলা সভাপতি মুহা: ইসহাক। তিনি তার বক্তব্যে বলেন বাড়ীর আশ পাশে ফাঁকা জায়গায় গাছের চারা লাগোনো যায়। সেখানে ফলজ, বনজ গাছের চারা লাগিয়ে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব হবে বলে জানান। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উপজেলা সভাপতি আব্দুল জলিল। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক কল্যাণের উপজেলা নির্বাহী সদস্য নুরুল ইসলাম সবুজ,লোকমান সিকদার, জামায়াত নেতা আব্দুল মালেক,শহীদুল ইসলাম, শ্রমিক নেতা হাসান আলী, নুর হোসেন। সভার শেষে শ্রমজীবি মানুষের হাতে বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা তুলে দেন।

মাহে রমজানকে আত্মগঠনের মাস হিসাবে পালন করুন - শ্রমিক কল্যাণ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম দক্ষিন জেলার আঞ্চলিক শিক্ষা বৈঠক সম্প্রতি লোহাগাড়া কার্যালয়ে মোহাঃ শফিউল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম বিভাগ দক্ষিন সভাপতি এম এ তাহের। বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম দক্ষিন জেলা সভাপতি মুহাঃ ইছহাক, উত্তর জেলা সভাপতি মশিউর রহমান, শ্রমিক নেতা সাহাব উদ্দিন, অধ্যাপক জয়নুল আবেদিন প্রমূখ। সভায় দারসুল কোরআন পেশ করেন জামায়াতে ইসলামী লোহাগাড়া উপজেলা সেক্রেটারী মাওলানা ছাবের আহমদ। প্রধান অতিথি কর্মীদের ব্যক্তি গঠন আত্মগঠনের জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান। এ দিকে মাহে রমজানকে স্বাগত জানিয়ে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন বোয়ালখালী উপজেলা শাখার উদ্যোগে শ্রমিক নেতা আব্দুল কাদেরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রমিক কল্যাণ বোয়ালখালী শাখার সভাপতি নাজিম উদ্দিন। তিনি যথাযথ গুরুত্বের সাথে মাহে রমজানের রোজা পালনের জন্য সর্বস্তরের শ্রমিক জনতার প্রতি আহবান জানান। দ্রবমূল্য নিয়ন্ত্রণ,দিনের বেলা হোটেল রেস্তোরা বন্ধ, শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার প্রদানের দাবীতে পরে একটি মিছিল বের করা হয়।

শ্রমিক কল্যাণ চট্টগ্রাম উত্তর জেলা নির্বাহী কমিটির সভা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম উত্তর জেলা শাখার নির্বাহী কমিটির সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে চট্টগ্রাম বিভাগীয় সভাপতি এম. এ. তাহের বলেছেন, আসন্ন রমজান মাস তাকওয়া অর্জনের মাস। ধনী গরীব সকল মুসলমানগনই রমজানের রোজা পালন করে থাকেন। কিন্তু রমজান মাস আসলেই এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী জিনিসপত্রের মূল্য বাড়িয়ে দেন। যার কারণে মেহনতি মানুষের খুবই কষ্ট হয়। তিনি ব্যবসায়ীদেরকে রমজানে দ্রব্য মূল্য কমিয়ে মুনাফা অর্জনের মাধ্যমে গরীবদের রোজা পালনের সুযোগ করে দেয়ার আহবান জানান। তিনি সকল শ্রমিক কর্মচারীদের ঈদ বোনাস রোজার ২০ তারিখের মধ্যে প্রদান করার জন্য জোর দাবী জানান। সংগঠনের জামালখানস্থ অস্থায়ী কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের জেলা সভাপতি মুহাম্মদ মশিউর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিভাগীয় সেক্রেটারী সেলিম পাটোয়ারী। আরো বক্তব্য রাখেন আবু হোসাইন, রফিকুল ইসলাম, সিরাজুল ইসলাম প্রমূখ।

চট্টগ্রাম শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভায় দাবী

অবিলম্বে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার করে অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার দিন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম বিভাগ দক্ষিণ এর বিভাগীয় কার্যকরি পরিষদের সভায় গৃহীত প্রস্তাবে পে-কমিশনের অনুরূপ মজুরী কমিশন ভুক্ত সর্বস্তরের শ্রমিকদেরকে ঘোষিত ২০% ভাতা প্রদান, জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার করে অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার পুনর্বহাল,ষড়যন্ত্রমূলক সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করে সকল রাজবন্দীদের মুক্তি এবং সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক পরিবেশে ঘোষিত সময়ে অবাধ সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য জাতীয় সংসদ নির্বাচনের উদ্যোগ গ্রহণ, আকাশছোয়া দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ এবং সর্বস্তরের শ্রমিকদের সকল বকেয়া পাওয়া অবিলম্বে পরিশোধ করার দাবী জানানো হয়। চট্টগ্রাম বিভাগীয় সভাপতি এম.এ তাহের এর সভাপতিত্বে সংগঠনের জামালখানস্থ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় কার্যকরি পরিষদের সভায় বক্তব্য রাখেন বিভাগীয় সেক্রেটারী সেলিম পারটায়ারী, সাংগঠনিক সেক্রেটারী আবুল হোসাইন, উত্তর জেলা সভাপতি মশিউর রহমান, সেক্রেটারী সিরাজুল ইসলাম, কক্সবাজার জেলা সভাপতি হাফেজ মোহাম্মদ আলমগীর, সহ-সভাপতি আরিফুল কবির, সেক্রেটারী হাজী সৈয়দ আলম, দক্ষিণ জেলা সেক্রেটারী ডা: আব্দুল জলিল, প্রচার সেক্রেটারী সহিদুর রহমান, আজিজ আহমদ চৌধুরী, নুরুল আসলাম, ফরমান হোসেন, আবু বকর সিদ্দিক প্রমূখ। সভায় অবিলম্বে দেশ ও জাতির স্বার্থে সকল রাজনৈতিক নেতাদের ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করে সুষ্ঠু ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করে অবিলম্বে ঘোষিত সময়ে সংসদ নির্বাচন করে নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার জন্য জোর দাবী জানানো হয়।

এখনো বহাল, অথচ শ্রমিকদের উন্নয়নের দাবী তুলে নেতারা আত্মতৃপ্তির ঢেকুর তোলে। তিনি সর্বনিম্ন বেতন ৩২০০ টাকা ধার্য করে মজুরী কমিশনের রোয়েদাদ সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে একযোগে বাস্তবায়নের দাবী জানান। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল আমিনুল ইসলাম বলেন, মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আমাদের শ্রমিকরা সুনাম কুড়াচ্ছে। দেশের শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা হাতে নিয়ে রপ্তানীমুখী শিল্প হিসেবে এ থেকে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব। চট্টগ্রাম মহানগরী জামায়াতের আমীর মাওলানা শামসুল ইসলাম বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বলেন, শ্রমিকদের যদি দ্বীন প্রতিষ্টার আন্দোলনে গনহারে সম্পৃক্ত করা যায় তাহলে দেশ অভাবিত উন্নয়নের দিকে ধাবিত হবে। চট্টগ্রাম উত্তর জেলা জামায়াতের আমীর অধ্যক্ষ মাওলানা নুরুল আবছার বলেন, ঢালাওভাবে লাভজনক শিল্প-কারখানা বিরাষ্ট্রীয়করণ বন্ধ করতে হবে। চিটাগাং ক্যামিকেল কমপ্লেক্সসহ সকল বন্ধ কারখানা চালু করতে হবে। সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে রক্তব্য রাখেন জামায়াত কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য মাওলানা মুমিনুল হক চৌধুরী, চট্টগ্রাম বিভাগ দক্ষিণ সভাপতি এম এ তাহের, মহানগরী সভাপতি অধ্যাপক আহছানুল্লাহ, উত্তর জেলা জামায়াতের সেক্রেটারী অধ্যক্ষ আমীরুজ্জামান, সেলিম পাটোয়ারী, এম এ কুদ্দুস, আবুল হোসাইন, আজিজ আহমদ চৌধুরী, এস এম লুৎফর রহমান, আবু বকর প্রমূখ। সম্মেলনের শেষ পর্য্যায়ে মোহাম্মদ মশিউর রহমানকে সভাপতি ও সিরাজুল ইসলামকে সেক্রেটারী করে ২০০৫-২০০৭ সালের জন্য নতুন কমিটি গঠন করা হয়। সম্মেলন শেষে দেশ ও জাতির সমৃদ্ধি কামনা করে মোনাজাত পরিচালনা করেন চট্টগ্রাম সমাজ কল্যাণ পরিষদের সভাপতি বর্ষিয়ান নেতা মাওলানা শামসুদ্দিন। সম্মেলন পরিচালনা করেন শ্রমিক কল্যাণ উত্তর জেলা সেক্রেটারী সিরাজুল ইসলাম।

সড়ক পরিবহন শ্রমিকদের উপর পুলিশী হয়রানী বন্ধ করুন : অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন এর কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান বলেছেন, সড়ক পরিবহন শ্রমিকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত টোল আদায় এবং পুলিশ ও চাঁদাবাজ কর্তৃক চাঁদাবাজী অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। তিনি পরিবহন শ্রমিকদেরকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সকল প্রকার জুলুম, নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহবান জানান। তিনি গতকাল বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম বিভাগ দক্ষিণ আয়োজিত বাংলাদেশ রেলওয়ে এমপ্লয়ীজ লীগ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সড়ক পরিবহন শ্রমিক প্রতিনিধি সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপরোক্ত কথা বলেন। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম বিভাগ দক্ষিণ এর সভাপতি এম.এ. তাহের । সম্মেলনে বিশেষ অতিথি ছিলেন আবু তাহের খান। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মোঃ সেলিম পাটোয়ারী, মোঃ ইসহাক, মোঃ মশিউর রহমান, এবিএম এহতেশাম উদ্দিন, মোঃ নুরুল ইসলাম, মোঃ কামাল উদ্দিন, সিরাজুল ইসলাম, আবুল হোসেন, মোঃ সাহাব উদ্দিন, আসহাব উদ্দিন প্রমূখ।

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন দক্ষিণ জেলার সভায় বক্তারা

কালুরঘাট ইজারাদার কর্তৃক অতিরিক্ত ভাড়া আদায় ও হয়রানী বন্ধের দাবী

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা কার্যনির্বাহী কমিটির অনুষ্ঠিত এক সভায় বক্তারা কালুরঘাট ইজারাদার কর্তৃক অতিরিক্ত ভাড়া আদায় ও হয়রানী বন্ধের দাবী জানান। গত ২০ সেপ্টেম্বর সংগঠনের জেলা সভাপতি মুহাম্মদ ইছহাকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রমিক কল্যাণ উত্তর জেলা সভাপতি মুহাম্মদ মশিউর রহমান। এতে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন লোহাগাড়া সভাপতি মুহাম্মদ শফিউল আলম, সাতকানিয়া সভাপতি জয়নাল আবেদিন, রফিক বশরী, আরিফুর রশিদ, নাজিম উদ্দিন, রফিক আহমদ, মোঃ সোলায়মান প্রমুখ। সভায় বক্তারা অভিযোগ করে বলেন কালুরঘাট সেতু দিয়ে মালবাহী ট্রাক, ট্রলী, ভারী যানবাহন চলাচল সহ নির্ধারিত টোলের চেয়ে অতিরিক্ত টোল আদায় করা হচ্ছে। নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে এ অনিয়ম ও গাড়ী চালকদের হয়রানী বন্ধের জোর দাবী জানান। সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মশিউর রহমান বলেন দেশের ৮৫% মানুষ শ্রমজীবি। তাদের সংগঠিত করার জন্যেই শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন পরিবহন সহ সকল সেক্টরে সংগঠনের কাজ জোরদার করার আহবান জানান।

হাটহাজারীতে শ্রমিক কল্যাণের সমাবেশে বক্তারা
অবিলম্বে বেসরকারী শ্রমিকদের জন্য সরকারীভাবে মজুরী ঘোষণা চাই

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সেক্রেটারী জেনারেল আমিনুল ইসলাম বলেছেন, এ যাবত কাল সকল সরকার বেসরকারী শ্রমিকদের জন্য কোন মজুরী ঘোষণা করতে পারেনি। শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সকল সরকারের নিকট শ্রমিকদের অধিকারের এ দাবী জানিয়ে আসছে। বর্তমানেও সরকারের নিকট জোর দাবী জানাই অবিলম্বে বেসরকারী শ্রমিকদের জন্য সরকারীভাবে মজুরী ঘোষণা করতে হবে। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন হাটহাজারী উপজেলা শাখার উদ্যোগে এক শ্রমিক সমাবেশ উপজেলা শ্রমিক কল্যাণ সভাপতি ফরিদ উদ্দিন মাসুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে বিশেষ অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম বিভাগীয় সভাপতি এম এ তাহের। জামায়াতে ইসলামী চট্টগ্রাম উত্তর জেলা আমীর অধ্যক্ষ মাওলানা নুরুল আবছার, শ্রমিক কল্যাণ বিভাগীয় সেক্রেটারী সেলিম পাটোয়ারী, চট্টগ্রাম মহানগরী সেক্রেটারী ইকবাল হোসাইন খান পাঠান, উত্তর জেলা সভাপতি মশিউর রহমান, জামায়াতে ইসলামী হাটহাজারী উপজেলা আমীর অধ্যাপক মামুনুর রশিদ, শিবির ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ শাখার সভাপতি আলহাজ্ব মোরশেদুল ইসলাম চৌধুরী, চবি সভাপতি বদরে আলম দিদার, হাটহাজারী উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারী শহীদুল ইসলাম।

প্রধান অতিথি বলেন, আজ শ্রমিকেরা নানাভাবে নির্যাতিত। নির্যাতনের জন্য শুধু মালিক আর সরকার পক্ষ দায়ী নয় বরং শ্রমিকদের ভোটে নির্বাচিত শ্রমিকনেতাদের হাতেও নির্যাতিত। নেতারাই শ্রমিকদের কাছ থেকে চাঁদা আদয়ে করে। তিনি আরো বলেন শ্রমিকদের কোন নিয়োগপত্র নেই। তাই মালিক যখন ইচছা তাদেরকে ছাঁটাই করেন। শিশু শ্রমের ব্যাপারে তিনি বলেন শিশু শ্রমের ব্যাপারে দেশে কঠোর আইন থাকলেও বাস্তবে কার্যকরী কোন প্রয়োগ নেই। তিনি শ্রমিকদের উদ্দ্যেশ্যে বলেন আল্লাহ এবং রাসুল (স:) শ্রমিকদের যে অধিকার ও মর্যাদা দিয়েছে তা যতদিন বাস্তবায়ন হবে না ততদিন শ্রমিকের অধিকার পূরন হবে না। তাই উচিত সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কর্মসূচী বাস্তবায়নে দলে দলে শরীক হওয়া এবং দেশে আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে আরো শক্তিশালী করা।

বিশেষ অতিথি এম এ তাহের বলেন, শ্রমিক দিবস আসলে সরকার ও নেতা-নেত্রীরা বানী প্রদান করেন। কিন্তু শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার কোন কথা তারা বলেন না। তাই শ্রমিকদের উচিত ফেডারেশন ভুক্ত ও ঐক্যবদ্ধ হয়ে অধিকার প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখ। বিশেষ অতিথি অধ্যক্ষ মাওলানা নুরুল আবছার বলেন, ব্যাপক রাষ্ট্রীয় করণের মাধ্যমে দেশের শিল্পকে ধ্বংস করা হয়েছিল। ফলে প্রচুর শ্রমিক বেকার হয়েছে। বর্তমানে সরকার বিরাষ্ট্রীয়করণের মাধ্যমে তা আবার পুনরুদ্ধার করছে এবং বেকার শ্রমিকদের কাজের ব্যবস্থা হচ্ছে।

শ্রমিক কল্যাণ চট্টগ্রাম উত্তর জেলা দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে অধ্যাপক মুজিব
যে জাতি শ্রমিকদের যথার্থ মর্যাদা দেয় সে জাতি দ্রুত উন্নতি লাভ করে

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি জামায়াতের সাবেক সংসদীয় দলনেতা অধ্যাপক মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনকে শ্রমজীবি মানুষের অধিকার আদায়ের এক বলিষ্ট সংগঠন আখ্যায়িত করে বলেন, মানব রচিত মতবাদের যাতাকলে শ্রমিক সমাজ আজ নির্যাতিত শোষিত ও বঞ্চিত। একমাত্র আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েমের মাধ্যমে ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠা করতে পারলেই শ্রমিক সমাজ শোষণ বঞ্চনা থেকে মুক্তি পেতে পারে। গতকাল সকাল ১০ টায় স্থানীয় মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম উত্তর জেলা শাখার সভাপতি মুহা: মশিউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। প্রধান অতিথি অধ্যাপক মুজিব আন্তর্জাতিক আইনের তোয়াক্কা না করে বেসরকারী শ্রমিকদের ৮ ঘন্টার পরিবর্তে ১২/১৪ ঘন্টা কাজ করানোর তীব্র সমালোচনা করে বলেন যে জাতি শ্রমিকদের যর্থাথ মর্যাদা দিতে জানেনা বা পারেনা সে জাতির উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত হয়না। তিনি জাতির বিবেকবান মানুষের কাছে প্রশ্ন রেখে বলেন, বাংলাদেশের গর্ব সোনালী আঁশ পাট কেন আজ বিশ্বের বাজার হারিয়েছে? এদেশে পাটকল বন্ধ হয় আর পাশাপাশি অন্য দেশে নতুন নতুন পাটকল জন্ম নেয়। সোনালী আঁশ আজ কেন বাংলাদেশের কৃষকের গলার ফাঁস? অতীতের তাবেদারী লেজুড়বৃত্তিক মাথাভারী প্রশাসনই এর জন্য দায়ী। শ্রমজীবি মানুষের কাজ দিয়ে দক্ষ করে গড়ে তুলে ভিক্ষুকের হাতকে উন্নয়নকর্মীর হাতে রুপান্তরের আহবান জানিয়ে অধ্যাপক মুজিব সরকারী নীতি-নির্ধারিকদের দৃষ্টি আর্কষন করে বলেন, ১৯৮৫ সালে নির্ধারিত নিম্নতম শ্রমিক মজুরী ৫৬০ টাকা

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের বিভাগীয় সভায় আমিনুল ইসলাম

বেতন কমিশনের পাশাপাশি মজুরী কমিশন ঘোষণা করে সকল কলকারখানায় কার্যকর করতে হবে

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় জেনারেল সেক্রেটারী আমিনুল ইসলাম বলেছেন, বেতন কমিশনের পাশাপাশি মজুরী কমিশন ঘোষণা করে সমভাবে সরকারী-বেসরকারী সকল কলকারখানায় কার্যকর করতে হবে। তিনি গতকাল বিকেলে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম বিভাগ দক্ষিন কমিটির সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে এ দাবী জানান। তিনি বলেন যে, পরিবহন, বিদুৎ, টিএন্ডটিসহ সকল স্তরের শ্রমিকদের পেশা চিহ্নিত করে ইসলামী শ্রমনীতির দাওয়াত পৌছাতে হবে। তিনি শ্রমিকদের মধ্যে মজবুত সংগঠন গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে বর্তমান শ্রমিক সমাজের অবস্থার উন্নতি করতে হলে ইসলামী শ্রমনীতির দাওয়াত সর্বস্তরে পৌছাতে হবে। তিনি আগামী জুলাইর মধ্যে সকল জেলা উপজেলা সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য আহবান জানান। স্থানীয় বিআইএ মিলনায়তনে বিভাগীয় সভাপতি এম. এ তাহেরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন শ্রমিক কল্যাণ চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা সভাপতি মোহাম্মদ ইসহাক, বিভাগীয় সেক্রেটারী সেলিম পাটোয়ারী, উত্তর জেলা সভাপতি মশিউর রহমান, ফেনী জেলা সভাপতি মাওলানা নুরুল আবছার, রাঙ্গামাটি জেলা সভাপতি সিরাজুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল হোসেন, প্রচার সম্পাদক সহিদুর রহমান, আজিজ আহমদ চৌধুরী, ফরমান হোসেন, মমতাজুল ইসলাম, নুরুল ইসলাম, কামাল উদ্দিন, আবুল হোসেন, এবিএম তোফায়েল, আবু তালেব, শফিউল আলম। সভায় গৃহীত প্রস্তাবে বেতন কমিশনের রিপোর্ট ঘোষণার পাশাপাশি বেতন কমিশনের রিপোর্টের সাথে সামঞ্জস্য রেখে মজুরী কমিশন ঘোষণা এবং বেতন কমিশনের সাথে সমভাবে সকল সরকারি-বেসরকারি কলকারখানায় কার্যকর করা, সকার ঘোষিত বর্ধিত চিকিৎসা ভাতা মজুরী কমিশনের অন্তর্ভূক্ত শ্রমিকদেরকে প্রদান করা, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের কার্যকর পদ্ধক্ষেপ গ্রহণ, ঢালাওভাবে বিরাষ্ট্রীয়করণ না করে চিটাগাং ক্যামিকেল কমপ্লেক্সসহ সকল বন্ধ কলকারখানা চালু করা, কক্সবাজার- দোহাজারী রেল লাইন করে রেলওয়ের সামগ্রিক উন্নয়নসহ বন্দর, হোটেল-রেষ্টুরেন্ট, গার্মেন্টস, পরিবহন, বিদুৎ, ডক , নির্মান শ্রমিক সহ সর্বস্তরের শ্রমিকদের ন্যায্য দাবী মেনে নেয়া, যাবতীয় জুলুম নির্যাতন বন্ধ করা, চট্টগ্রামে একটি শ্রমিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, দেশে বিরাজমান বিদুৎ ঘাটতি পূরণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহন, ইসলামী শ্রমনীতির আলোকে একটি সমন্বিত শিল্পনীতি প্রণয়ন করার দাবী জানানো হয়। সভায় গভীর উদ্বেগের সাথে উল্লেখ করা হয় যে, আওয়ামী লীগসহ কতিপয় বিরোধী দল দেশের অভ্যন্তরে হরতালের নামে সন্ত্রাস, নৈরাজ্য সৃষ্টি, ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ, কেরোসিন ও পেট্রোল দিয়ে মানুষ পুড়িয়ে মারার মত ঘৃন্য তৎপরতা চালিয়ে দেশে দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিনষ্ঠ করার ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। সাথে সাথে দেশের বাইরে মিথ্যে, বানোয়াট ও কাল্পনিক অপপ্রচার চালিয়ে দেশের মর্যাদা ও সুনাম ক্ষুন্ন করছে। তারা ইসলাম ও ইসলামী দলের বিরুদ্ধে মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার অজুহাত তুলে বিদেশী শক্তির হস্তক্ষেপের ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। এই সম্মেলনে তাদের এই হীন ষড়যন্ত্রের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে। সাথে সাথে দেশ ও ইসলাম বিরোধী সকল ষড়যন্ত্র ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ করার জন্য সর্বস্তরের শ্রমিক জনতার প্রতি আহবান জানানো হয়। সম্মেলনে উল্লেখ করা হয় যে, দেশে আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন ছাড়া শ্রমজীবি মেহনতি মানুষের মুক্তি সম্ভব নয়। তাই শিল্প-শ্রমিক সেক্টরে উৎপাদন নিশ্চিত করে শ্রমজীবি মেহনতি মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠার দাবী জানানো হয়। সভায় অপর এক প্রস্তাবে আগামী চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ৪ দলিয় জোটের মেয়র প্রার্থী মীর মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন এবং জোটের কমিশনার প্রার্থীদের কে বিজয়ী করার জন্য সর্বস্তরের শ্রমিক জনতার প্রতি আহবান জানানো হয়। সভাপতি এম এ তাহের দেশকে একটি ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিনত করতে সর্বস্তরের শ্রমিকদের কে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের পতাকা তলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য আহবান জানানো হয়। তিনি ১লা এপ্রিল থেকে কেন্দ্র ঘোষিত দাওয়াতী পক্ষ যথাযথ গুরুত্বের সাথে পালন করার জন্য আহবান জানান।

সীতাকুন্ডে শ্রমিক কল্যাণের মে দিবস পালিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সীতাকুন্ড পৌরসভা শাখার উদ্যোগে আয়োজিত মে দিবসের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডাশেনের চট্টগ্রাম বিভাগীয় সভাপতি এম. এ তাহের। সীতাকুন্ড মহিলা মার্কেট চত্বরে আলোকিত শ্রমিক সমাবেশে বিশেষ অতিথি ছিলেন জামায়াতে ইসলামী চট্টগ্রাম উত্তর জেলা আমীর মাওলানা নুরুল আবছার, জামায়াতে ইসলামী সীতাকুন্ড উপজেলা আমী[illegible]লানা শফিকুল মাওলা। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সীতাকুন্ড পৌরসভা শাখার সভাপতি আজি[illegible] আহমদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন মাওলানা গিয়াস উদ্দিন, শ্রমিক নেতা আবুল [illegible] কমিশনার মোহাম্মদ তাহের, মাওলানা নুরুল মোস্তফা , শিবির নেতা কবির আহমদ, শ্রমিক নেতা মুহাম্মদ আজিজ, আব্দুল মান্নান প্রমূখ।

সংবাদপত্রের পাতা থেকে

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম বিভাগীয় সম্মেলনে সমাজকল্যাণ মন্ত্রী

শ্রমিকদের উন্নত মানব সম্পদে পরিণত করে দেশের প্রকৃত উন্নয়ন সাধন সম্ভব

সমাজকল্যাণ মন্ত্রী ও জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ বলেছেন শ্রমজীবি মানুষের মর্যাদা পৃথিবীব্যাপী অতীতেও ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে। শ্রমিকদের উন্নত মানব সম্পদে পরিণত করে একটি দেশের প্রকৃত উন্নয়ন সাধন সম্ভব। আমাদের দেশে যেহেতু পুঁজি কম তাই পুঁজি নির্ভর শিল্পের চেয়ে শ্রমজীবি শিল্পের প্রতি গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। তিনি গতকাল শুক্রবার সকালে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম বিভাগের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছিলেন। চট্টগ্রাম মুসলিম ইনষ্টিটিউট হলে অনুষ্ঠিত দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম বিভাগীয় সভাপতি জনাব এম. এ. তাহের। প্রধান অতিথির বক্তব্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রী মুজাহিদ আরো বলেন, ৭২ থেকে ৭৫ সালে যারা এদেশের ক্ষমতায় ছিল তারা দেশের শিল্প কারখানাগুলোকে পাইকারীভাবে জাতীয়করণের মাধ্যমে শিল্প কারখানা গুলোর বারোটা বাজিয়েছে। এই সুযোগে শিল্প কারখানাগুলোতে ব্যাপকভাবে অনিয়ম দুর্নীতিসহ চরম বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়েছে। তিনি বলেন, দেশব্যাপী সন্ত্রাস-নৈরাজ্যের মাধ্যমে সুস্থ রাজনীতির পরিবেশ বিনষ্ট করার জন্য একটি মহল অপচেষ্টা চালাচ্ছে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে আত্মনির্ভরশীল এবং স্বাধীন দেশের মানুষ স্বাধীনভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে তা তারা চায় না। একটি অশুভ শক্তির তৎপরতার মাধ্যমে দেশের ধারাবাহিক উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করার জন্য এই অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে। আওয়ামী লীগসহ বামদলের এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে এদেশের চৌদ্দকোটি মানুষ সমুচিত জবাব দেবে। বাংলাদেশকে ষড়যন্ত্রকারী অপশক্তিরা অতীতে পৃথিবীব্যাপী দুর্দশাগ্রস্থ কিছু মুসলিম দেশের মত বিপর্যস্ত ঐতিহ্যবিহীন ও পরাধীন দেশে পরিণত করার প্রয়াস চালাচ্ছে। বাংলাদেশের শ্রমিক, গরীব মেহনতি মানুষ সহ চৌদ্দকোটি জনতা তা প্রতিহত করবে ইনশাআল্লাহ। সম্মেলনে প্রধান বক্তার বক্তব্য রাখেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মুজিবুর রহমান। তিনি বলেন, আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা ছাড়া ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠায় ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য সর্বস্তরের শ্রমিকদের প্রতি তিনি আহবান জানান। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে শাহজাহান চৌধুরী বলেন দেশের মান্ধাতার আমলের শিল্প নীতি পরিবর্তন করে দেশের শিল্পায়নে শ্রমিকদের অধিকারসহ শিল্পনীতিতে আধুনিকায়নের উদ্যোগ নিয়েছে ঐক্যজোট সরকার। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মহানগর জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওলানা শামসুল ইসলাম বলেন, জোট সরকার দারিদ্র বিমোচনে এবং শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইতিমধ্যে এক্ষেত্রে ব্যাপক সফলতা অর্জন করে বিশ্বে সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জামায়াতে ইসলামীর কর্মপরিষদ সদস্য জননেতা মাওলানা মুমিনুল হক চৌধুরী, জননেতা মাওলানা শামসুদ্দিন, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরী সভাপতি অধ্যাপক আহছানুল্লাহ, উত্তর জেলা জামায়াতের আমীর নুরুল আবছার, অধ্যাপক মফিজুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন রেলওয়ে এমপ্লয়ীজ লীগের সভাপতি আবু তাহের খান, মাষ্টার আনিসুল হক, এডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান, এডভোকেট তাজুল ইসলাম, মোঃ ইসহাক, দেলোয়ার হোসেন খন্দকার, হাজী সৈয়দ আলম, মোহাম্মদ হোসাইন, আবুল হোসেন, মশিউর রহমান, সহিদুর রহমান, ইঞ্জিনিয়ার সিরাজুল ইসলাম, আব্দুল মান্নান। সম্মেলনে সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করেন সেক্রেটারী মোঃ আব্দুল ওয়াহেদ। শ্রমিক নেতা সেলিম পাটোয়ারীর পরিচালনায় দ্বি-বার্ষিক শ্রমিক সম্মেলনে ফেনী জেলা সহ বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা নিয়ে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম দক্ষিণ বিভাগে এম. এ. তাহেরকে সভাপতি ও মোঃ সেলিম পাটোয়ারীকে সাধারণ সম্পাদক ও ফরমান হোসাইনকে কোষাধ্যক্ষ করে ৩০ সদস্য বিশিষ্ট এবং শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম উত্তর বিভাগে মাস্টার আমিনুল হককে সভাপতি ও মজিবুর রহমান ভুঁইয়াকে সাধারণ সম্পাদক ও রফিকুল ইসলামকে কোষাধ্যক্ষ করে ৩০ সদস্য বিশিষ্ট দুটি পৃথক কার্যকরী কমিটি ২০০৪ ও ২০০৫ সালের জন্য গঠন করা হয়। সম্মেলনে একটি মনোরম সম্মেলন স্মারক প্রকাশ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যকরী কমিটির সভার নেতৃবৃন্দ।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন লোহাগাড়া থানা শাখার উদ্যোগে গাছের চারা বিতরণ করছেন মাওলানা শামসুল ইসলাম এম.পি

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম বিভাগীয় উপজেলা সভাপতি ও সেক্রেটারীদের সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চকরিয়া উপজেলার মহান মে দিবসের আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন চকরিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব অহিদুর রহমান।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সীতাকুন্ড উপজেলা শাখা কর্তৃক আয়োজিত মে দিবসের আলোচনা সভা শেষে র‍্যালীর একাংশ।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের চট্টগ্রাম উত্তর জেলার দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনের উপস্থিত ডেলিগেটের একাংশ।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম উত্তর জেলার দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখছেন শাহজাহান চৌধুরী এম.পি, জেলা সভাপতি মোহাম্মদ ইসহাক।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম উত্তর ও দক্ষিণ জেলা শাখার দায়িত্বশীল সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, বিভাগীয় সভাপতি এম.এ তাহের, উত্তর জেলা সভাপতি মশিউর রহমান ও দক্ষিণ জেলা সভাপতি মুহাম্মদ ইসহাক।

বিভাগীয় সড়ক পরিবহন সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, উপবিষ্ট বামে বিভাগীয় সভাপতি এম.এ তাহের, অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে।

বিভাগীয় শিক্ষা শিবিরে বক্তব্য রাখছেন বিভাগীয় সভাপতি এম.এ তাহের, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ অধ্যাপক মফিজুর রহমান ও অধ্যক্ষ মাওলানা সাইয়েদ আবু নোমান।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সীতাকুন্ড উপজেলা শাখার কর্মী সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিভাগীয় সভাপতি এম.এ তাহের।

জনশক্তি

রুকন	৪৭ জন
রুকন প্রার্থী	৩ জন
কর্মি	৬৮০ জন
সক্রিয় সমর্থক	১,৭৭১ জন
সাধারণ সদস্য	১৫,০৬৫ জন
ইউনিট সংখ্যা	১৩৯টি
উপজেলা সংখ্যা	৫২
সংগঠিত	৩০

প্রশিক্ষণ

কুরআন শিক্ষা ক্লাশ	১টি
পাঠচক্র নিয়মিত	২টি
গণশিক্ষা বৈঠক	৫টি
শিক্ষা শিবির	৭টি
শিক্ষা বৈঠক	১২টি
সামষ্টিক পাঠ	১০২টি

ট্রেড ইউনিয়ন

অনুমোদিত ইউনিয়ন	৮
নিয়ন্ত্রিত	২
সি.বি.এ	৮
সি.বি.এ নেতা	১০৭ জন
দাবীনামা	১১টি
স্মারকলিপি	২২টি
ডেপুটেশন	৩টি
মিছিল	১টি

সেবা ও সংস্কার

দরখাস্ত লিখা	২৫২ খানা
আইনগত সহযোগিতা	৩৩ জন
চাকুরী প্রদান	৪৭ জন
কর্জে হাসানা প্রদান	৫৩ জন
ঈদ সামগ্রী বিতরণ	৫২ জন
জে.ডি.এল-এ যোগাযোগ	১৭ বার
মিসকিন খাওয়ানো	৫০০ জন
সিডরে আক্রান্তদের সাহায্য	২৫,০০০ টাকা

প্রিয় নবী সঃ এর ১০টি অসিয়ত

১। আল-াহর সাথে কাউকে শরীক করো না। এর জন্য যদি তোমাকে হত্যা করা হয় বা পুড়িয়ে মারা হয় তবুও।

২। পিতামাতার অবাধ্য হয়ো না। যদি (যুক্তিসংগত ও শরীয়ত সম্মত পন্থায়) স্ত্রী ও ধন সম্পদ পরিত্যাগ করতে বলে তবুও।

৩। ফরয নামায স্বেচ্ছায় কখনো পরিত্যাগ করোনা।
করলে আল-াহর হেফাজত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে।

৪। মদ পান করো না। তা সমস্ত অশ-ীল কাজের মূল।

৫। আল-াহর নাফরমানি থেকে বিরত থেকো। এতে তিনি রাগান্বিত হন।

৬। জিহাদের ময়দান পরিত্যাগ করো না। সব সৈন্য শেষ হয়ে গেলেও।

৭। ব্যাপক মহামারী দেখা দিলেও স্থান ত্যাগ করবে না।

৮। সাধ্যমত পরিবার পরিজনের ভরণ-পোষণ করবে।

৯। সন্তানের শিক্ষার ব্যাপারে উদাসীন হয়ো না। প্রয়োজনে বেত প্রয়োগ করবে। তবে মুখে নয়, জখম যেন না হয়, আর হাড় না ভাঙ্গে।

১০। আল-াহর হক আদায়ে পরিবারের লোকজনকে সদা সতর্ক রাখবে ও ভীতি প্রদর্শন করবে।

সংকলন : কামাল উদ্দিন আহমদ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন
চট্টগ্রাম বিভাগ (দক্ষিণ)
সাংগঠনিক প্রতিবেদন - জুন'০৯ইং পর্যন্ত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম বিভাগ দক্ষিণের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন ২০০৯ এর সম্মানিত সভাপতি জনাব এম.এ. তাহের, সম্মানিত প্রধান অতিথি বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সংগ্রামী কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, বিশেষ মেহমান প্রখ্যাত জননেতা মাওলানা মোহাম্মদ শামছুল ইসলাম এম.পি, আমন্ত্রিত মেহমানবৃন্দ, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের চট্টগ্রাম মহানগরী নেতৃবৃন্দ, বিভাগীয় নেতৃবৃন্দ ও প্রিয় ডেলিগেট ভাইয়েরা-

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

সম্মানিত উপস্থিতি,

২০০৪ সালের অক্টোবর মাসে চট্টগ্রাম বিভাগকে কেন্দ্রের নির্দেশে দুইভাগ করা হয়- চট্টগ্রাম বিভাগ দক্ষিণ ও চট্টগ্রাম বিভাগ উত্তর। চট্টগ্রাম বিভাগ দক্ষিণের জেলাগুলো হচ্ছে- চট্টগ্রাম উত্তর, চট্টগ্রাম দক্ষিণ, কক্সবাজার, বান্দারবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলা। অনেকটা নতুন করে এ বিভাগে আল্লাহর নামে কাজ শুরু করা হয়। পরবর্তী সম্মেলন হওয়ার কথা ২০০৬ইং সনের অক্টোবর মাসে। কিন্তু সংসদ নির্বাচনের কারণে তখন সম্মেলন করা সম্ভব হয় নাই। এর পরে দুই বৎসর জাতীয় জীবনে নেমে আসে ১/১১ এর অমানিশার অন্ধকার। তৎকালীন অনির্বাচিত সরকার আমাদের ট্রেড ইউনিয়নসহ সকল তৎপরতা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়। যার কারণে আমরা দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন করতে সক্ষম হইনি। সম্মেলনের পর থেকে গত জুন'০৯ইং পর্যন্ত প্রতিকূল পরিবেশে যতটুকু কাজ করতে পেরেছি তার একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন পেশ করছি।

দাওয়াত

দাওয়াতী গ্রুপ বের হয়েছে	৯৩১টি
দাওয়াত দান	১০,৮৪০ জনকে
পরিচিতি বিলি	৮,০০০ খানা
লিফলেট বিলি	১৯,০০০ খানা
পোস্টার	৮,০০০ খানা
সাধারণ সভা	৬৩টি
উপস্থিতি	৩,০০০ প্রায়
চা চক্র	৭৭টি

দিবস পালন

মে দিবসের আলোচনা সভা	১৯টি
জনসভা	২টি
র‍্যালি	৫টি
ভাষা দিবসের আলোচনা সভা	১১টি
ইফতার মাহফিল	৪৭টি
সিরাতুন্নবী (সাঃ) মাহফিল	১১টি

পাঠাগার

পাঠাগার	৫টি
বই সংখ্যা	১৫৭২
বিলি কেন্দ্র সংখ্যা	১৭
বই সংখ্যা	১৪৮০ খানা

পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা

সংগ্রাম	২৫ কপি
সোনার বাংলা	৪৫ কপি
পৃথিবী	৪৫ কপি
কর্ণফুলী	১০ কপি

সংগঠন

বৈঠকাদী

বিভাগীয় পরমর্শ পরিষদ বৈঠক	২১টি
বিভাগীয় কার্যকরী কমিটি বৈঠক	৭টি
ইউনিট সভাপতি বৈঠক	২১৬টি
কর্মী বৈঠক সংখ্যা	৩৭৮টি

ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

১। এ এক বরকতপূর্ণ কিতাব যা আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যেন লোকেরা এর আয়াত সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করে এবং বিবেকবানেরা সবক গ্রহণ করে। (ছোয়াদ : ২৯)

২। আর আমি তোমার প্রতি এই কিতাব নাজিল করেছি যা প্রত্যেকটি বিষয়াদি বর্ণনা দানকারী এবং হিদায়াত, রহমত ও সুসংবাদ সে সব লোকের জন্য যারা আত্মসমর্পন করেছেন। (নাহল : ৮৯)

৩। যখন কুরআন পঠিত হবে তখন তোমরা মন-কান দিয়ে শুনবে এবং চুপ করে থাকবে, তাহলে তোমাদের উপর রহমত বর্ষিত হবে। (আরাফ : ২০৪)

৪। কুরআন আমি সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য, কে আছো উপদেশ গ্রহণের জন্য। (নজম : ১৭)

৫। যখন উহাদের নিকট আমার সুস্পষ্ট আয়াত আবৃত্তি করা হয় এবং উহাদের নিকট সত্য উপস্থিত হয়, তখন সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা বলে, এই তো সুস্পষ্ট যাদু। (আহকাফ : ০৭)

ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন-

১। তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম যে কুরআনের জ্ঞান নিজে শিখে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়। (আল-হাদীস)

২। কোন পিতা তার সন্তানের উত্তম চরিত্রের শিক্ষাদান অপেক্ষা অধিক ভাল কোন জিনিসই দান করতে পারে না। (তিরমিজী, মিশকাত)

৩। দুই ব্যক্তির ব্যাপারে হাসাদ বা ঈর্ষা করা জায়েয (ক) যাকে আল-াহ তা'য়ালা ধন-সম্পদ দান করেছেন, অতঃপর সে সম্পদ সত্য পথে বিলিয়ে দেওয়ার তৌফিক তাকে দিয়েছেন। (খ) যাকে আল্লাহ তা'য়ালা (দ্বীনের) হিকমত দ্বারা বিভূষিত করেছেন, অতঃপর সেই ব্যক্তি এ হিকমত অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করে এবং লোকদের তা শিক্ষা দান করে। (বোখারী, মুসলিম, মিশকাত)

মানুষের মাঝে দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম হয় তার আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে। আমাদের দেশে শিক্ষা ব্যবস্থা নানাভাবে বিভক্ত।

১। সাধারণ শিক্ষা ও মাদ্‌রাসা শিক্ষা।

২। মাদ্‌রাসা শিক্ষার আবার আলিয়া নেছাব, কাওমি নেছাব।

৩। সাধারণ শিক্ষার আবার বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যম।

৪। প্রাথমিক বিদ্যালয় যেখানে শিশুর মানসিক বিকাশের ফাউন্ডেশন সেখানে সবচেয়ে বেশী বৈচিত্র্য। এসব বিচিত্র স্কুলে বিচিত্র পাঠদান করা হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইসলামী বা আরবী শিক্ষা উপেক্ষিত ও অবহেলিত। তাই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে সবার জন্য একই রকম ও সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা। মৌলিক ইসলামী বিষয়গুলো সবার জন্য বাধ্যতামূলক করে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করা।

সুপ্রিয় পাঠক লিখতে ছিলাম সর্বস্তরে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু বর্তমান সময়ের দাবী। বর্তমান সেকুলার শিক্ষা কমিশন শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে ইসলামী শিক্ষাকে চিরতরে নির্বাসনে দেওয়ার জন্য যে চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র করছে তাতে মনে হয় জাতির ভবিষ্যৎ প্রজন্ম দ্বীন-ধর্ম নৈতিক মূল্যবোধ বলতে আর কিছুই বাকী থাকবে না। আল-াহ জাতীয় স্বার্থে যেন এই সেকুলার শিক্ষা নীতি বাস্তবায়নের সুযোগ না দেয় সেইজন্য আমাদের সবাইকে সোচ্চার হতে হবে এবং দোয়া করতে হবে।

পরিশেষে এই কথা বলে শেষ করতে চাই, ইসলাম একটি বাস্তব ও যুক্তি ভিত্তিক জীবন আদর্শ। আল-কুরআন শুধুমাত্র একটি ধর্মগ্রন্থ নয়, এটি একটি সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানও। আর হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) শুধুমাত্র একজন আধ্যাত্মিক নেতা নন বরং কেয়ামত পর্যন্ত মানুষের জন্য তাঁর জীবন হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ বা মডেল। যে আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এর জীবনকে অনুসরণ করবে সেই পাবে দুনিয়াতে শান্তি। রাসুল (সাঃ) সেই শিক্ষা ব্যবস্থারই প্রবর্তক। আর রাসুল (সাঃ) জ্ঞান আহরণের জন্য চীন দেশে যাওয়ারও অনুমতি দিয়েছেন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর প্রচেষ্টায় শরিক হওয়ার তৌফিক দান করুন। আমিন।।

মানুষ আল্লাহর সেরা সৃষ্টি বা 'আশরাফুল মাখলুকাত'। তাদের দেওয়া হয়েছে খেলাফতের মহান দায়িত্ব। এই কঠিন দায়িত্ব পালনের জন্য একদিকে যেমন প্রয়োজন পথ নির্দেশনার অপর দিকে প্রয়োজন এক পথ নির্দেশকের। তাই যুগে যুগে আল্লাহ পাঠিয়েছেন নবী রাসুলদের ও তাঁদেরকে দিয়েছেন যাবতীয় পথ নির্দেশক সহিফা ও কিতাব। সর্বশেষ আমাদের জন্য পাঠিয়েছেন সমগ্র সৃষ্টি জগতের রহমত ও সর্বোত্তম আদর্শ হিসেবে আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)কে এবং সাথে দিয়েছেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। এই কুরআনে আল্লাহপাক বলেন, "লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসুলুল্লাহি উসওয়াতুন হাসানা"। (আল-কুরআন) নিশ্চয় আল্লাহর রাসুলের মধ্যে রয়েছে তোমাদের সর্ব উত্তম আদর্শ। আল-কুরআন ও রাসুল (সাঃ) এর জীবন আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে নিহিত রয়েছে মানুষের ইহকালীন জীবনের শান্তি ও পরকালীন জীবনের মুক্তি। ইহকালীন জীবনের শান্তি বলতে বুঝায় মানুষের ব্যক্তিগত পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের শান্তি ও নিরাপত্তা। দুনিয়ার জীবনে সবচেয়ে বড় নেয়ামত হচ্ছে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা। আজকে আমাদের সমাজে বা দেশে কি তা বিদ্যমান আছে? আসমানী কিতাব নিয়ে আর তো কোন নবী রাসুল আসবেন না। আল্লাহ বলেন, "মা কানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদুন মীর্‌রে যা লিকুম ওলা কির রাসুলিল্লাহি খা-তামান নাবীঈন" (আল-কুরআন)। তাই প্রয়োজন কুরআন, সুন্নাহ ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা যে শিক্ষা ব্যবস্থার ফলে সুদূর বশরা থেকে মদীনা পর্যন্ত এক হাজার মাইল পথ রাতের অন্ধকারে কোন সুন্দরী রমণী স্বর্ণ অলংকারে সজ্জিতা হয়ে হেঁটে যেতে সেখানে তার কাছে আল্লাহর ভয় ছাড়া কোন চোর-ডাকাত-গুন্ডার ভয় ছিল না। (আল-হাদীস)

আজ আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের জনগণ যে ভয়ংকর আশংকা ও ভীতিপূর্ণ অবস্থার সম্মুখীন হয়েছেন তা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। বুদ্ধিজীবিগণ দেশের ভবিষ্যৎ ভেবে শিউরে উঠছেন। গ্রামে-গঞ্জে, হাটে-বাজারে, শহরের রাস্তায়-মহল্লায়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি-আধা সরকারি অফিস ও শিল্প-কারখানাসহ সকল স্থানে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, হত্যা, ধর্ষণ, ঘুষ, কালোবাজারী, বন্ধুক যুদ্ধ দেশের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। সকল অফিসের বড় কর্তা থেকে শুরু করে বয়-বেয়ারা পর্যন্ত প্রায় সকলেই ঘুষ খাচ্ছে। যারা এদের ধরে শাস্তি দেবে তারা আরও বেশি ঘুষ খেতে অভ্যস্ত। স্বামীর সামনে তার প্রিয়তমা স্ত্রী, পিতা-মাতার সামনে তাদের কন্যাকে পালাক্রমে সন্ত্রাসী ও গুন্ডাদের ধর্ষণ, এমনকি ধর্ষণের পর হত্যা, পিতা-মাতার সামনে তাদের ছেলে-মেয়ে, সন্তানের সামনে তাদের পিতা-মাতার, স্ত্রীর সামনে তার স্বামীর মর্মান্তিক ও পৈশাচিক হত্যাকান্ডের খবর আমরা দৈনিক খবরের কাগজে পড়ছি। শিশু কন্যা থেকে শুরু করে বৃদ্ধা এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরাও গুন্ডা কর্তৃক ধর্ষিত হচ্ছে। যুবতী মেয়েরা অনেকেই তাদের সতীত্ব রক্ষার চেষ্টা করে সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত হচ্ছে। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা হিরোইনে অভ্যস্ত হয়ে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। নকল করতে না দেওয়ায় ছাত্র নামধারী সন্ত্রাসীরা স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে মারধর করছে, হুমকী দিচ্ছে। এই বিপর্যয় থেকে উদ্ধারের উপায় উদ্ভাবনের ব্যাপারে আমরা খুব কম লোকেই চিন্তা করি। একটু নিরপেক্ষ মন নিয়ে ভেবে দেখলে মনে হয় আমরা সকলেই স্বীকার করি যে ধর্মীয় শিক্ষা মানুষকে নৈতিকতা শিক্ষা দেয়, আর নৈতিকতা মানুষকে পাপ পঙ্কিলতা থেকে দূরে রাখে। দেশের বড় বড় শহরে মদের আড্ডাখানা, জুয়াড়ীদের জুয়ার ভেন্যু, পতিতাদের পাড়ায়, সন্ত্রাসী ও ছিনতাইকারীদের মালামাল ভাগাভাগির স্থান, পালাক্রমে ধর্ষণকারীদের ধর্ষণস্থান, নারী ও শিশু পাচারকারীদের আড্ডাখানা ইত্যাদি অপরাধ স্থলগুলো থেকে পুলিশ গ্রেফতার করে যাদেরকে থানা হাজতে নিয়েছে এবং যারা সাজাপ্রাপ্ত হয়েছে তাদের মধ্যে মাদ্রাসার ফাজিল/কামিল পাশ, মৌলভী ও মাওলানা বা অন্য কোন ধর্মের ধর্মভীরু দেখা যায় না। এমনি প্রেক্ষাপটে সর্বস্তরে নৈতিকতার জন্য ইসলামী শিক্ষা অপরিহার্য নয় কি? মালয়েশিয়া ও ইরানে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সকল ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ইসলামী বিষয় চালু করেছে।

সর্বস্তরে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা বর্তমান সময়ের দাবী

মোঃ সেলিম পাটোয়ারী
সেক্রেটারী, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন
চট্টগ্রাম বিভাগ (দক্ষিণ)

সমস্ত প্রশংসা ও তারিফ সেই মহান রাব্বুল আলামীনের যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এক বৈচিত্র্য ও রহস্যময় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। যেখানে উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে মানুষের ভ্রুন বিদ্যা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানই ছিল না সেখানে তার ও প্রায় তেরশত বৎসর পূর্বে এ বিষয়ে আল্লাহ তা'য়ালা পরিষ্কার তত্ত্ব ও তথ্য উপস্থাপন করেছেন আখেরী কিতাব মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে। আল্লাহপাক বলেন, আমি মানুষকে প্রথমে মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর আমি তাকে শুক্র বিন্দুরূপে এক সংরক্ষিত আধারে (জরায়ু) স্থাপন করেছি। এরপর আমি শুক্র বিন্দুকে জমাট রক্ত রূপে তৈরী করেছি। অতঃপর অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃত্ত করেছি। অবশেষে তাকে এক নতুন রূপে দাঁড় করিয়েছি। নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কত কল্যাণময়। (সূরা আল মুমেনুন ১২-১৪ নম্বর আয়াত)

প্রখ্যাত ভ্রুন তত্ত্ববিদ মিঃ উলফ্ তার দীর্ঘ দিনের গবেষণার ফলে ১৮৩৯ সালে মানুষের জন্মের ব্যাপারে যে তত্ত্বটি পেশ করেছেন, সেই মহান সত্ত্বার কুদরতী কদমে সেজদায় মাথা নোয়াই যিনি ১০ মাস মায়ের পেটে সন্তানের প্রয়োজনীয় অক্সিজেন ও পুষ্টি যোগালেন। অসংখ্য দরুদ ও ছালাম সেই মহান নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সাঃ) উপর যিনি প্রচার করেছেন সর্ব যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ হেদায়েতের বিধান মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। উপস্থাপন করেছেন নির্ভুল প্রজনন তত্ত্ব ও ভ্রুন সৃষ্টির প্রক্রিয়া। আল্লাহ কেন এত যত্ন করে আমাদের সৃষ্টি করেছেন? এর কি কোন উদ্দেশ্য নেই? নিশ্চয় আছে, দুনিয়াতে আমরা যেমন কোন কাজ উদ্দেশ্য বিহীন করি না। আল্লাহ কেন আমাদের উদ্দেশ্য বিহীন সৃষ্টি করবেন? আল্লাহর উদ্দেশ্য তাঁর সৃষ্টির সকল কিছুই তাঁর নির্দেশনাগুলো মেনে চলবে। যেমন চলছে চন্দ্র, সূর্য, বাতাস, নদী, সমুদ্র, সাগর, মহা-সাগর ও তরুলতা। ব্যতিক্রম শুধু আমরা, মানুষের মধ্যে ব্যতিক্রম বলেই আজ আমরা নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। আল্লাহর প্রতিটি বিধান আমাদের কল্যাণের জন্য। আল্লাহ বলেন, "তোমরা জেনা ব্যভিচার করো না, জেনা ব্যভিচারের কাছেও যেও না। তোমরা তোমাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করো"। আল্লাহর এই বিধান না মানার কারণে পৃথিবীতে আজ সর্বশেষ দুরারোগ্য মরণ ব্যধি এইড্স এর প্রাদুর্ভাব। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ একমত যে এই মরণ ব্যধির মূল কারণ আমরা আল্লাহর নির্দেশের খেলাপ করছি।

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য মুহাম্মদ রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "তোমরা যদি একটি বীজ বপণ করো এবং সেই বীজ থেকে ফলের গাছ হয় সেই গাছের ফল যদি পশু পাখি খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করে তবে তোমার আমলনামায় নেক লেখা হবে। আর যদি ঐ গাছ বটবৃক্ষ হয় সেই বৃক্ষের ছায়ায় কোন পথিক বিশ্রাম গ্রহণ করে তবেও তোমার আমলনামায় নেক বা সওয়াব লেখা হবে"। আজ বিশ্বের সকল পরিবেশ বিজ্ঞানীগণ একমত মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য গাছের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য।

চিকিৎসা বিজ্ঞান মুহাম্মদ রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর স্বাস্থ্যসম্মত প্রতিটি বাণীর সাথে আজ এক মত। যেমন-
* শিশুকে মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো, * শিশুর খৎনা, * প্রাণী জবেহ করার পর আহার করা, * রাসুল (সাঃ) এর পানাহার পদ্ধতি, * পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, * মেছওয়াক করা, * মাথায় তৈল ও চিরুনী দেওয়া, * ইস্তেঞ্জার পর ঢিলা নেওয়া, * বিশ্রাম ও ঘুম, * এলকোহল বা মদ পান না করা, * ধুমপান না করা, * নেশা জাতীয় দ্রব্য যেমন- হেরোইন, পেথিডিন, মরফিন ইত্যাদির ব্যবহার থেকে বিরত থাকা।

ইবাদত

নামাজ, রোজা, কুরবানী, দোয়া ও আল্লাহর স্মরণ।

আজ আমরা এই সব কাজ থেকে দূরে আছি কেন? কারণ হিসেবে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের শিক্ষা অঙ্গনে চালু নেই বলেই।

নীতির বদলে 'পাওনা দিয়ে দেব' নীতি চালু হবে। তখন দাবী না করেই অধিকার হাসিল হবে। তাই দরিদ্র ও শ্রমিক সমাজের স্বার্থেই ইসলামের নৈতিক ব্যবস্থা সমাজ ব্যবস্থা, অর্থ ব্যবস্থা, আইন, বিচার ও শাসন ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা এবং বন্টন ব্যবস্থা কায়েমের উদ্দেশ্যে ইসলামী জ্ঞান ও চরিত্রের লোকদের প্রভাব প্রাধান্য কায়েমের সংগ্রাম করা উচিত। এই সংগ্রামও সাধনা করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ। এইভাবেই ইসলামী শ্রম আইন থেকে ফল লাভ করা যাবে।

ইসলামী শ্রমনীতি কায়েমের পদ্ধতি :

কোন আইন ভাল, কেবলমাত্র এই কারণেই তা কোথায়ও কায়েম হয় না। কোন আইনকে কোথায়ও কায়েম করার জন্য কয়েকটি শর্ত পূরণ করতে হয়। যথা- সেই আইনের জ্ঞান ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হয়। তার উপকারিতা সেখানকার লোকজনদের বুঝাতে হয়, জনসাধারণের মনের মধ্যে সেই আইনের প্রতি ঈমান বা আস্থা সৃষ্টি করতে হয়। সেই আইন কায়েমের জন্য জন-মনে দাবী করা বা আকাঙ্খা সৃষ্টি করতে হয়। সেই আইন অনুযায়ী বিচার করার মত যোগ্য বিচারক তৈয়ার করতে হয় এবং সর্বশেষে সেই আইনকে সরকারের পক্ষ থেকে দেশের আইন হিসেবে ঘোষণা করতে হবে। তার সাথে সাথে নেতা, কর্মীও অফিসার নিয়োগ করতে হবে সে আইনকে যারা অমান্য করবে তাদেরকে শাস্তি দানের জন্য। অতএব ইসলামী শ্রমনীতি কায়েম করার জন্য নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করতে হবে।

(১) কুরআন, হাদিস ও অন্যান্য ইসলামী বই-পুস্তক পড়াশোনা করে ইসলামের বিভিন্ন দিক, বিশেষভাবে শ্রমনীতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে হবে। তার উপর গবেষণা করতে হবে এবং তার ভিত্তিতে নিজের বুদ্ধি, চিন্তা ও ঈমানকে মজবুত করতে হবে এবং অন্যান্য মতবাদ থেকে মনকে শুদ্ধ করতে হবে;

(২) কুরআন, হাদিসের জ্ঞান ও মন-মগজের ঈমান অনুযায়ী নিজের আমল-আখলাক, কাজ-কর্ম আল্লাহকে ভয় করে করতে হবে;

(৩) অন্যান্য ভাই ও সহকর্মীদেরকে একথা বুঝাতে চেষ্টা করতে হবে যে শ্রমিক সমস্যার অধিক সমাধান এবং স্থায়ী কল্যাণ লাভ করা যাবে একমাত্র ইসলামী শ্রমনীতির মাধ্যমে। তাদেরকে বুঝাবার জন্য ওয়াজ-মাহফিল, দারস ও তাফসির মাহফিল, ব্যক্তিগত দেখা-সাক্ষাত, আলাপ-আলোচনা, সেমিনার-সিমপোজিয়াম, শিক্ষা-শিবির বা হালকায়ে তারবিয়াত, পাঠচক্র প্রভৃতির অনুষ্ঠান করতে হবে।

(৪) ইসলামের শ্রম-আইনের মধ্যেই শ্রমিকদের প্রকৃত ও স্থায়ী কল্যাণ রয়েছে বলে যারা বিশ্বাস করবে ও তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকবে তাদেরকে নিয়ে একত্রে উঠা-বসা, চলা-ফেরা, আলাপ-আলোচনা, জামায়াতী পরামর্শ ও পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে হবে;

(৫) দুস্থ, বিপদগ্রস্থ, অভাবী কিংবা অসুস্থ সহকর্মী ও সহযোগীদেরকে সাহায্য ও সেবা-যত্ন করার চেষ্টা করতে হবে;

(৬) নামাজ-রোজা সহ ইসলামী চরিত্র গঠনের জন্য ট্রেনিং গ্রহণ ও ট্রেনিং দান করতে হবে; এবং

(৭) ইসলামের শ্রম-আইনে যাতে সরকারী আইন হিসেবে প্রয়োগ করা হয় তার জন্য জাতীয় এবং অন্যান্য সরকারসমূহের কাছে দাবী পেশ করতে হবে কিংবা যারা এ দাবী গ্রহণ করবে তাদেরকে নির্বাচিত করতে হবে।

প্রতিষ্ঠিত যে শ্রমনীতি তার বাস্তব রূপ দিয়েছেন রাসুলে-খোদা ইহুদীর বাগানে পানি তোলার এবং হযরত খাদিজার কর্মচারী হিসেবে ব্যবসা পরিচালনার মাধ্যমে। এই শ্রমনীতিতে একজন মালিকের কর্তব্যের বাস্তব নমুনাও তিনি দিয়েছেন হযরত আনাস (রাঃ) প্রভৃতি সাহাবাদের খেদমতগার হিসেবে নিয়োগ করে। ইসলামের শ্রমনীতি সফলতা লাভ করেছিল যে মৌলিক কারণে তাহল শ্রমিক ও শ্রমিক নিয়োগকারীর মর্যাদা নিরূপণের জন্য। এই মর্যাদা নিরূপণের মৌলিক নীতি হল-

১। যে আল্লাহর কাছে বেশী প্রিয় সেই শ্রেষ্ঠ। –কুরআন

২। হালাল রুজি উৎপাদনকারী আল্লাহর কাছে বেশী প্রিয়। –হাদিস

৩। যে শ্রমিক তোমার কাজ করে সে তোমার ভাই। –হাদিস

কুরআন ও হাদিস থেকে উদ্বৃত এই মূলনীতির ভিত্তিতে কেবলমাত্র শ্রমিক হবার কারণে কারো মর্যাদা কম হয় না বরং বেশীও হতে পারে। ইসলাম ছাড়া আর কোন মতবাদ বা তন্ত্রই শ্রমিককে এমন মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে নাই। তারা শ্রমিককে উৎপাদনে ব্যবহৃত অন্যান্য হাতিয়ারের চেয়ে বেশী মূল্য দেয়নি।

ইসলামী শ্রমনীতির ফলাফল :

ইসলামের তথা কুরআন-হাদিসের ভিত্তিতে রচিত শ্রম-আইন যদি বাস্তবে প্রচলিত হয় এবং আমাদের দেশে যদি তা চালু করা যায় তবে আমাদের শ্রমিক সমাজ চিরকাল সর্বহারা হয়ে থাকা থেকে মুক্তি পাবে। ব্যক্তি পুঁজিবাদ কিংবা রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের মর্জির গোলাম হয়ে আর থাকতে হবে না। বরং একমাত্র আল-াহর বান্দা হিসেবেই স্বাধীন মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে পরিণত হবে। তখন আর তারা কেবল মাত্র উৎপাদন যন্ত্র না থেকে সৃষ্টির সেরা মানুষের, স্বাধীন মানুষের অধিকার ও মর্যাদা লাভ করবে এবং বিশ্ব পুঁজিপতিদের এজেন্ট কর্তৃক প্রদত্ত ধোকাপূর্ণ শ্লোগান ও ফাঁকা ওয়াদার পেছনে অন্ধ হয়ে ছুটাছুটি করার হাত থেকে মুক্তি পাবে। দ্বিতীয়তঃ ব্যক্তি পুঁজিবাদ ও রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদীরা ভোগ বিলাসিতা এবং ক্ষমতার প্রাসাদ থেকে সমান পজিশনে এসে দাঁড়াতে বাধ্য হবে এবং শ্রমিকদের সমান মানের মধ্যে জীবন যাপন করতে বাধ্য হবে। তৃতীয়তঃ এই শ্রম-আইন কায়েমের চেষ্টা ও সাধনা করে মুসলিম শ্রমিক হিসেবে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুল আমাদের উপর যে দায়িত্ব দিয়েছেন তাও পালন করা হবে এবং তার পরিণতি হিসেবে আখেরাতেও নাজাত পাওয়া যাবে। কারণ ইসলামী শ্রম-আইন চালু করার জন্য চেষ্টা ও সাধনা করা ঠিক তেমনই ফরজ যেমন ফরজ হয়েছে নামাজ পড়া, রোজা রাখা, হজ্ব করা ও যাকাত দেওয়া।

ইসলামী শ্রমনীতির সুফল লাভের উপায় :

ইসলামের অন্যান্য বিধান ও ব্যবস্থা সমূহ বাদ দিয়ে কেবলমাত্র শ্রম-আইন চালু করলে কোন সুফল পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। তার একদিকের সাথে অন্যদিকের রয়েছে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সমাজের অর্থ ব্যবস্থা, রাষ্ট্র ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা যদি ইসলামী আইন ছাড়া অন্য আইন অনুযায়ী চলে এবং আইন প্রয়োগের ক্ষমতা যদি থাকে ইসলামী আইন অমান্যকারী লোকদের হাতে তাহলে শ্রমিকদের ব্যাপারে ইসলামী আইনের হবে অপপ্রয়োগ। এমনকি তা অকেজো হয়েও যেতে পারে। তখন শ্রমিকরা হবে আরো শোষিত ও বঞ্চিত। কারণ তখন ক্ষমতাশীল লোকেরা শ্রমিকদের জন্য যে বাড়তি বেতন ও সুযোগ-সুবিধা দিতে বাধ্য হবে অন্য কায়দায় তার চেয়ে কয়েকগুণ বেশী শোষণ করে নেবে। যেমন বেতন ছিল ১০০ টাকা, করবে হয়তো ৩০০ টাকা কিন্তু চাল-তেলের দাম বাড়াবে ১ টাকা থেকে ১০ টাকা, ৪ টাকা থেকে ৪০ টাকা। এইযে নিয়ে নেবার চক্রান্ত এ বন্ধ হবে যদি সব জায়গায় ইসলামী আইন চালু হয়। ইসলামী আইন সব জায়গায় চালু হলে এবং ইসলামী চরিত্রের লোকেরা ক্ষমতায় থাকলে 'আদায় করে নেব'

খ) যৌবন কালে যে শ্রম দিয়ে রাষ্ট্র ও জাতিকে খেদমত করেছে বৃদ্ধ কালে তার হাতে সরকার ভিক্ষার ঝুলি দিতে পারে না। –হযরত উমর (রাঃ)

গ) বার্ধক্য, অসুস্থতা, দুর্ঘটনা ও বেকার অবস্থায় পেনশন, ক্ষতিপূরণ ভাতা, গ্রাচ্যুইটি, প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের ব্যবস্থা করা সরকারের কর্তব্য। –মাওঃ মওদূদী

ঘ) স্বাস্থ্য ও পর্দা সম্মত বাসস্থান এবং শিক্ষা ও চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা নিয়োগকারীরই দায়িত্ব। –আছাদ জিলানী

ধারা-৭। ষ্ট্রাইক ও লক আউট :

ক) অকারণে উৎপাদনের ক্ষেত বা যন্ত্র বন্ধ করে রাখলে তা বাজেয়াপ্ত করতে হবে। –হাদিস

খ) সামান্য ত্রুটি কিংবা অপরাধে অধীনস্থদের তিরষ্কার বা বহিষ্কার করো না। –হাদিস

গ) নিবর্তনমূলক উদ্দেশ্যে লক আউট করা আইন সিদ্ধ নয়। –মাওঃ থানবী (রঃ)

ঘ) সকল শ্রমিককে একই ইউনিয়ন ভুক্ত হতে বাধ্য করা যাবে না। স্বতন্ত্র ইউনিয়ন গঠন ষ্ট্রাইক করা তাদের মৌলিক অধিকার। –জিলানী

ধারা-৮। মালিকের অধিকার সংরক্ষণ :

ক) ইচ্ছা অথবা গাফলতি করে মালিকের ক্ষতি করা কিংবা কাজে ফাঁকি মারাত্মক অপরাধ। –হাদিস

খ) শরীয়াতের সীমার মধ্যে দেওয়া নিয়োগকারীর সকল আদেশ মেনে চলা শ্রমিকদের দায়িত্ব। –হাদিস

গ) ব্যবস্থাপনায় কোন ত্রুটি কিংবা অমনোযোগীতা না থাকলে ক্ষতিপূরণ দিতে সে বাধ্য নয়।

ঘ) মালিকের কাছে দেনা থাকলে সে তাম্বি করতে পারে যতক্ষণ না তার দেনা শোধ করা হয়। –হাদিস

ধারা-৯। নারী ও নাবালক শ্রমিক :

ক) কর্মী সে পুরুষ কিংবা নারী যেই হোক না কেন সে কাজ অনুযায়ী মর্যাদা পাবে। –আল-কুরআন

খ) পুরুষ নারী নির্বিশেষে সকলেরই রুজি পাবার অধিকার আছে। –হাদিস

ইসলামী শ্রমনীতির নৈতিক ভিত্তি :

সমাজ বা রাষ্ট্র ব্যবস্থার অন্যান্য আইনের ন্যায় শ্রম-আইনও কতকগুলি মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি বা নৈতিক ভিত্তির উপর গড়ে ওঠে। ইসলামের শ্রমনীতির বুনিয়াদে আছে একটি নৈতিক মূল্যবোধ, শ্রমক্রেতা ও বিক্রেতার পারস্পরিক মর্যাদাকর সম্পর্ক এবং আখেরাতে নাজাত লাভের সামগ্রিক লক্ষ্য। শ্রম কেনা এবং বেচার মাধ্যমেও যে আল্লাহর এবাদত করা হয় এই মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গিই ইসলামী শ্রমনীতির অন্যতম নৈতিক ভিত্তি। এগুলোকে ধারাবাহিকভাবে সংক্ষেপে বর্ণনা করা যায়। যথা-

(১) এক আল্লাহর প্রতি সঠিকভাবে অটুট ও শর্তহীনভাবে ঈমান ও আনুগত্য আনা এবং সেভাবে অকুণ্ঠ চিত্তে তার বিধান সমূহ মেনে চলা; (২) হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে আল্লাহর আনুগত্য করার পদ্ধতি শিক্ষাদান এবং আল্লাহর বিধান সমূহের সঠিক ব্যাখ্যা দান করার নেতা হিসেবে মেনে নেওয়া; (৩) এই জীবনের স্রষ্টা যে আল্লাহ সেই আল্লাহই এ জীবনের সুখ-শান্তি, বিপদ-আপদ, আইন ও বিধান দানের মালিক- একথা অটুটভাবে মেনে নেওয়া; (৪) যত কাজই আমরা করি তার বিচার ও ফলাফল একদিন ভোগ করতেই হবে- সেই দিনের নাম আখেরাত; (৫) চাকুরী, ব্যবসা, কেনা-বেচা এ সবই এবাদতের শতকরা ৯৯ ভাগ একথা দৃঢ়ভাবে স্মরণ রাখা এবং এ কথাও মনে রাখা যে আয়-ব্যয়, কেনা-বেচা, রুজি-রোজগারের ক্ষেত্রে যারা আল্লাহ-রাসুলের আইন মানে না তারা এবাদতের দশ ভাগের নয় ভাগই করে না; (৬) একজনের চেয়ে আর একজনকে বেশী পয়সা দেওয়া হয়েছে পরীক্ষার জন্য এবং একে অন্যের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার জন্য-আল্লাহর এ বাণীর ভিত্তিতে কাজ করা। এই ক'টা মৌলিক ভিত্তির উপর

ইসলামী শ্রমনীতির ধারাসমূহ

ধারা-১। চাকুরী লাভের অধিকার :

ক) হালাল রুজি উপার্জন করার অধিকার রয়েছে সকলেরই। -হাদিস

খ) নামাজ শেষ হবার পর উপার্জনের জন্য বের হয়ে পড়। -কুরআন

গ) কর্মহীনে কর্ম, অন্নহীনে অন্ন, বস্ত্রহীনে বস্ত্র, আশ্রয়হীনে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা সরকারের কর্তব্য। -হাদিস

ঘ) বেকার লোককে কর্ম জোগাড় করে দেওয়া অথবা সরকারি ফাণ্ড থেকে বেকার ভাতা ইসলামী নীতি অনুযায়ী সরকারি দায়িত্ব। -মাওঃ মওদূদী

ধারা-২। চাকুরীর শর্ত :

ক) চাকুরীর শর্ত আরোপ করিবে যে দুর্বল পক্ষ সেইই। অর্থাৎ শর্ত পালনের জন্য পরিশ্রম করতে হবে যাকে সেইই। সে যদি অজ্ঞ কিংবা অযোগ্য হয় তবে তার পক্ষের অন্য কেউ। -আল-কুরআন

খ) চুক্তির শর্তগুলো তোমরা অবশ্যই পূর্ণ করবে কারণ সে সম্পর্কে নিশ্চয়ই তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে। -আল-কুরআন

গ) চাকুরীর শর্তগুলো যেন এমন না হয় যাতে তুমি কিংবা তোমার অপর পক্ষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। -হাদিস

ঘ) দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে যে সব শর্ত চাপিয়ে দেওয়া হয় ইসলামের বিচারে তা অচল। -শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ দেহলভী (রঃ)

ধারা-৩। চাকুরীর প্রকৃতি ও পরিমাণ :

ক) আল্লাহ কাউকে সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেন না। -আল-কুরআন

খ) যে কাজ সম্পন্ন করতে শ্রমিকদের অতিরিক্ত কষ্ট হয় তাতে মালিকদেরও কাঁধ লাগাতে হবে। -হাদিস

গ) যতটুকু কাজ একজন শ্রমিক তার স্বাস্থ্য নষ্ট না করে স্বাভাবিক পরিশ্রমে করতে পারে তার অতিরিক্ত কাজ করতে তাকে বাধ্য করা যাবে না। -হাদিস

ঘ) কাজে প্রকৃতি ও পরিমাণ না জানিয়ে কাউকে কাজে লাগানো আইন সংগত নয়। -হাদিস

ধারা-৪। চাকুরীর স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা :

ক) যেখানে বেশী রুজি পাবে সেখানেই যাও। -হাদিস

খ) কাহারো ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করতে বাধ্য হয়ো না। -হাদিস

গ) অকারণে বা অল্প কারণে অধীনস্থদেরকে কর্মচ্যুত বা তিরস্কার করা ভাল নয়। -হাদিস

ঘ) নতুন কোন যন্ত্র কিংবা পরিকল্পনা ততক্ষণ কাজে লাগানো যাবে না যতক্ষণ না সেই যন্ত্র বা পরিকল্পনা কাজে লাগানোর দরুন সম্ভাব্য কর্মহারাদের চাকুরীর নিশ্চয়তা দেয়া হবে। -মাওঃ মওদূদী

ধারা-৫। বেতনের পরিমাণ ও পরিশোধ নীতি :

ক) মালিক নিজে যে স্ট্যান্ডার্ডের খাওয়া পরায় অভ্যস্থ সেই স্ট্যান্ডার্ডের খাওয়া পরার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব নিয়োগকর্তার। -হাদিস

খ) বেতন ছাড়াও নিজ লাভের অংশ থেকে শ্রমিককে অংশ দাও। -হাদিস

গ) শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকাবার আগেই তার মজুরী শোধ করে দাও। নাহলে কিয়ামতের দিন আমি নিজেই তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে ধরব যে কাজ করাবার পরেও শ্রমিকের বেতন দিতে চায় না। -হাদিস

ঘ) শ্রমিকের পোষ্য সংখ্যা ও তাদের প্রয়োজনের ভিত্তিতে সর্বনিম্ন বেতন ধার্য করতে হবে। -মাওঃ মওদূদী

ধারা-৬। বাসস্থান, চিকিৎসা ও অক্ষমতা কালের ভাতা :

ক) স্বাস্থ্য রক্ষার উপযোগী খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসা ও পোষাকাদি লাভ করা কর্মাচারীর মৌলিক অধিকার। -হাদিস

ইসলামে শ্রমনীতি

অধ্যাপক মোল্লা হারুনুর রশীদ

শ্রমনীতি কি :

যে নীতির দ্বারা শ্রমিকদের অধিকার, মর্যাদা, উন্নতি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা যায়, শ্রমিক-মালিকদের মধ্যে মধুর সম্পর্ক রক্ষা করে সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করা যায় তাকেই শ্রমনীতি বলে।

শ্রমনীতির ইতিহাস :

শ্রম ক্রয়-বিক্রয় অতি প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। কিন্তু প্রাচীন সভ্যতাগুলি শ্রমিকদের জন্য কোন বিধান দিতে পারেনি। বরং সে সভ্যতাগুলি শ্রমিকদেরকে মানুষের মর্যাদা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। মিশরীয়, পারস্য, রোমান, গ্রীক ও ভারতীয় সভ্যতা সমূহ শ্রমিকদিগকে ক্রীতদাস, সার্ভি-শুদ্র, রাক্ষস-ম্লেচ্ছ প্রভৃতির চেয়ে কোন ভাল মর্যাদা দিতে পারেনি। বিশ্ব ইতিহাসে সর্ব প্রথম সপ্তম শতাব্দীতে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) শ্রমনীতি ঘোষণা করেছেন। স্পেন বিজয়ের পর মুসলমান শাসকগণই সেই শ্রমনীতি ইউরোপে প্রচার ও প্রতিষ্ঠিত করেছিল। স্পেন থেকে মুসলিম শাসনের অবসানের সাথে সাথে শ্রমনীতিরও বিলোপ ঘটে ইউরোপ থেকে। অতঃপর রেনেশাঁর পর ইউরোপের জনগণ ব্যাপকভাবে মুসলিম জাহানে প্রবেশ করে এবং ইসলামী শ্রমনীতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। তখন থেকে ইউরোপের শ্রমজীবী মানুষের চাপে পড়ে অষ্টাদশ শতকে শ্রম আইন রচনা করতে চেষ্টা করে। কিন্তু সপ্তম শতাব্দীতে ইসলাম যে শ্রমনীতি দিয়েছে এই বিংশ শতাব্দীতেও ইউরোপ সেই ইসলামী শ্রমনীতির চেয়ে কোন অংশে কল্যাণকর শ্রমনীতির কথা ভাবতেও পারেনি। এমনকি আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার ঘোষণাবলীও ইসলামী শ্রমনীতির সমকক্ষতা দাবী করতে পারে না।

ইসলামী শ্রমনীতির উৎস :

ইসলাম সর্ব প্রথম ও সর্বোৎকৃষ্ট শ্রমনীতি ঘোষণা করা সত্ত্বেও অন্যান্য জাতির ন্যায় মুসলমানরাও মনে করে ইসলামে কোন শ্রমনীতি নেই। এরূপ মনে করার কারণ হল- (১) কুরআনে শ্রমনীতি নামে কোন সুরা কিংবা শ্রমনীতি সংক্রান্ত ধারাবাহিক কোন বর্ণনা নেই। তাছাড়াও যেসব আয়াতে এসব বিধান দেওয়া হয়েছে তার ব্যাপক চর্চা ও আমাদের মধ্যে নেই। (২) রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কিংবা কোন সাহাবা (রাঃ) কিংবা অন্য কোন মুজতাহিদ (রঃ) শ্রমনীতি সম্পর্কে কোন বই পুস্তক রচনা করেন নি। এছাড়াও রাসুলের হাদিস ও মুজতাহিদিনের যেসব রচনায় শ্রম আইন সংক্রান্ত নীতি উল্লেখ করা হয়েছে তার কোনরূপ পড়াশুনা আমাদের আইনজীবী কিংবা শ্রমিক নেতারা করে না। (৩) আমাদের মাদ্‌রাসা, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ থেকে শিক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ কুরআন, হাদিস ও ফেকাহ গ্রন্থ থেকে শ্রমনীতি সংগ্রহ করতে সক্ষম হতে পারেনি। সর্বোপরি মুসলিম আইনজীবী, শিক্ষিত সমাজ, শ্রমিক নেতৃবৃন্দ, রাজনৈতিক নেতা ও শিল্পপতিগণের অজ্ঞতা, অযোগ্যতা, উদাসীনতা, হীনমন্যতা এবং মৌলিকত্বহীনতাই এইরূপ মনে করার প্রধান কারণ।

কুরআন, হাদিস ও ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন গ্রন্থে ইসলামের শ্রমনীতি ছড়িয়ে রয়েছে। এই ছড়িয়ে থাকা সম্পদকে কুড়িয়ে নিয়ে যুগোপযোগী ভাষায় ও পদ্ধতিতে বিশ্বের দরবারে হাজির করা ও বাস্তবতার প্রয়োগ করার দায়িত্ব এ যুগের মুসলিম শাসক, সুধী, আইনজীবী, বিচারক, আলেম, পীর ও শ্রমিক নেতাদেরই। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের যেসব গ্রন্থে ইসলামী শ্রমনীতি ছড়িয়ে রয়েছে তাহল- (১) আল-কুরআন (২) হাদিস (৩) খোলাফায়ে রাশেদা ও অন্যান্য সাহাবাদের মতামত ও কার্যাবলী (৪) মুসলিম আইনবিদ বা এমামদের অভিমত সমূহ। এসব সূত্র থেকে প্রাপ্ত মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে গবেষণা ও অনুসন্ধান করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

ইসলামী বিধানের নিকটবর্তী হয়েছে। এ অগ্রগতিকে শ্রমনীতির ইসলামীকরণের লক্ষ্যের সাথে মিলিয়ে বিবেচনা করা যেতে পারে। বিদ্যমান আইন কাঠামো ইসলামী নীতির আলোকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলে দেখা যাবে, এ ক্ষেত্রে ইসলামী শ্রমনীতি প্রয়োগ এবং ত্রুটিসমূহ সংশোধন এখন পূর্বাপেক্ষা সহজতর হয়েছে।

দুর্ভাগ্যবশতঃ দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে শ্রমিকদের ময়দানে ইসলামের নীতি ও আদর্শের প্রচার এবং শ্রমিকদেরকে তাদের ইসলামী অধিকারের ব্যাপারে সচেতন করার ক্ষেত্রে খুব কমই কাজ হয়েছে। এ ক্ষেত্রে পাকিস্তান, বাংলাদেশ, তুরস্ক, ইরান প্রভৃতি দেশে ইসলামী ধারার কিছু শ্রমিক আন্দোলনের কথা জানা যায়। বাংলাদেশে ১৯৬৮ সালে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে একটি স্বতন্ত্র শ্রমিক আন্দোলন শুরু হয় শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নামে। এই সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য হলো শ্রমিকদের সংগঠিত করার মাধ্যমে তাদের অধিকার আদায়ের দাবীকে সোচ্চার করা এবং সেই সাথে ইসলামী নীতি, নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও আদর্শের ছাঁচে শ্রমজীবী মানুষের মন-মানসকে গড়ে তোলা। শ্রেণী সংগ্রামের শ্লোগান কিংবা ধ্বংসাত্মক কর্মসূচী পরিহার করে নৈতিক ও আইনসম্মতভাবে শ্রমিকদের অধিকার আদায় এ সংগঠনের লক্ষ্য। শ্রেণী সংগ্রামের দ্বান্দ্বিক ও হিংসাশ্রয়ী কর্মসূচীর বিপরীতে এ ধরনের সংগঠনের বৈশিষ্ট্য হলো ঃ "এমন শ্রমিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা, যার উদ্দেশ্য সুবিচার কায়েম করা...। শ্রেণী সংগ্রামের পরিবর্তে তাদের কর্মপন্থা হবে নৈতিকতাভিত্তিক এবং আইনসম্মত। নিজেদের অধিকার আদায়ের সাথে সাথে দায়িত্ব পালনও তাদের লক্ষ্য। যেসব শ্রমিক কিংবা কর্মী এই সংগঠনে শামিল হবেন, তারা ঈমানদারির সাথে তাদের কর্তব্য সম্পাদন করবেন। তাদের কাজের পরিধি শুধু নিজ শ্রেণীস্বার্থের মধ্যে সীমিত থাকবে না; তারা নৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্যও চেষ্টা চালাবেন।" (সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী ঃ মুসলমানদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত কর্মসূচী)।

ইসলামী আদর্শ ও মূলনীতির ভিত্তিতে শ্রম ও শ্রমিকের মর্যাদা ও ভূমিকা নির্ধারণ এবং সেই আলোকে শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি ও অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে এ ধরনের সংগঠনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাদের অব্যাহত চেষ্টার মাধ্যমেই ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়নের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি হবে এবং ইসলামী শ্রমনীতির পক্ষে দাবি ও সমর্থন সৃষ্টি হবে।

ইসলামী শ্রমনীতি বিষয়ে লেখালেখি, আলোচনা-পর্যালোচনা ও প্রচার এখনো খুবই সীমিত পর্যায়ে রয়েছে। এ ক্ষেত্রে একাডেমিক গবেষকদেরও খুব বেশী মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে বলে জানা যায় না। এ ক্ষেত্রে জনগণকে অবহিত, সচেতন ও সক্রিয় করার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এ বিষয়গুলো সংশ্লিষ্ট সকলের গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা প্রয়োজন। বিশেষত ইসলামী শ্রমনীতির একটি মডেল উপস্থাপনের দায়িত্ব পালনে ইসলামী চিন্তাবিদ ও আইনবিদসহ সংশ্লিষ্ট সকলের এগিয়ে আসা উচিৎ। এভাবেই ইসলামী শ্রমনীতির কল্যাণাদর্শের সুফল লাভ সম্ভব হবে।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের চট্টগ্রাম বিভাগীয় সম্মেলন সফল ও সার্থক হউক

কক্সবাজার -- চকরিয়া ভ্রমণকারী যাত্রীদের
জন্য আমাদের প্রাণঢালা শুভেচ্ছা

মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ইনানী পরিবহন লিমিটেড, কক্সবাজার

এ ব্যাপারে দেড় হাজার বছর আগেই বিধান দিয়েছে। রাসুল (সাঃ) এ প্রসঙ্গে বলেন, 'শ্রমিকদেরকে তাদের শ্রমার্জিত সম্পদ (লাভ) হতেও অংশ দিও। কারণ আল্লাহর মজুরকে বঞ্চিত করা যায় না।' বাংলাদেশে ১৯৬৮ সালের কোম্পানীর মুনাফায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণ আইন (Companies Profit Participation Act. 1968) কার্যকর রয়েছে। এ আইনের বিধান মতে কোম্পানীর নীট মুনাফার শতকরা ৫ ভাগ শ্রমিক-কর্মচারীদের মধ্যে বন্টন হওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে এ আইনের প্রয়োগ নেই বললেই চলে।

১.৬. স্বাস্থ্যসেবা, নিরাপত্তা ও কল্যাণ

ইসলামী শ্রমনীতির অনন্য বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে ইবন হাযম (রঃ) বলেন, 'মালিকের পক্ষে শ্রমিকের কাছ থেকে ততটুকু কাজ নেয়া উচিৎ, যা সে সহজে সুষ্ঠুভাবে করতে পারে, অর্থাৎ যতটুকু তার সামর্থ্যে কুলায়'। এমন কিছু তার দ্বারা করানো যাবে না, যার ফলে তার স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। রাসুল (সাঃ) তার ভৃত্য-কর্মচারীদের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতেন। কেউ রোগাক্রান্ত হলে তিনি তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতেন। উমর (রাঃ) অসুস্থ কর্মচারীদের সেবা-শুশ্রুষা ও চিকিৎসার খোঁজ-খবর নিতেন। এ কর্তব্য পালনে কেউ অবহেলা করলে তাকে পদচ্যুত করতেন। এ ধরনের দৃষ্টান্ত ইসলামের প্রথম ও পরবর্তী যুগের অনুসারীদের মধ্যে অসংখ্য রয়েছে। ইসলামের নৈতিক ও মানবিক চেতনাই তাদেরকে অধীনস্থদের প্রতি দায়িত্ব সচেতন করেছে। বাংলাদেশে বলবত ১৯৬৫ সালের কারখানা আইনে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য ১২ থেকে ৪৯ ধারা পর্যন্ত মোট ৩৮টি বিধান রয়েছে। এ বিধানসমূহ শ্রমিকদের কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য উত্তম উদ্যোগ। এ সব বিধান ইসলামী শ্রমনীতির অনেক দাবি পূরণ করেছে। এ সব বিধানের প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন জবাবদিহিতার অনুভূতি। এ বিধানের নৈতিক মূল্যবোধের সমন্বয় ঘটলেই শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে।

১.৭. সামাজিক নিরাপত্তা

সামাজিক নিরাপত্তা বর্তমান সময়ের একটি বহুল আলোচিত বিষয়। সরকারি ও বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা বা কর্মচারীগণ অবসরকালীন বিভিন্ন সুবিধা পেয়ে থাকেন। এর মধ্যে প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্রাচ্যুইটি, ইন্স্যুরেন্স ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এ ধরনের সুবিধা নেই বললেই চলে। শ্রমিকদের একমাত্র পুঁজি তাদের শ্রম। বার্ধক্য বা অসুস্থ অবস্থায় তাদের সে পুঁজি অবশিষ্ট থাকে না। অথচ তখনো তাদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের চাহিদা থাকে। এ অবস্থায় শ্রমিকদের অসুস্থতা, অবসর বা বার্ধক্যকালীন সময়ের মৌলিক মানবিক প্রয়োজন পূরণের বিধান থাকতে হবে।

ইসলামে মালিক-শ্রমিক সম্পর্কের ভিত্তি হলো ভ্রাতৃত্ব, ন্যায়বিচার ও ইহসান। ভ্রাতৃত্বের প্রধান শর্ত হলো সহযোগিতা ও পারস্পরিক সহায়তা। মালিক ও শ্রমিক তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একে অন্যের প্রতি ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবেন। একজন মুমিন অপর মুমিনের ভাই। কাজেই এক ভাইয়ের অসহায়ত্ব ও অক্ষমতার সময় অন্য ভাই এগিয়ে আসবেন, তার প্রতি ইহসান বা দয়া করবেন, এটা ঈমানের দাবি। এ সহযোগিতা ও সহমর্মিতা ইসলামের সামাজিক সম্পর্কের সৌন্দর্য। শিল্প সম্পর্কের ক্ষেত্রে এ নীতির বাস্তব প্রয়োগ না ঘটায় এ ক্ষেত্রে ইসলামের মৌল উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে।

ইসলামী শ্রমনীতি ও শ্রমিক আন্দোলন

বাংলাদেশে শ্রমিকদের দাবি মীমাংসার লক্ষ্যে এ যাবত অন্তত ৭২টি আইন প্রণীত হয়েছে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি ও অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এ অর্জন গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এ সকল অর্জনের মাধ্যমে আমাদের শিল্প-সম্পর্ক ও শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক প্রকৃতপক্ষে

নেয়া যাবে না। অথচ বিশ্বের কোথাও তখন শ্রমিকের অধিকারের আইনগত মর্যাদা কিংবা ধারণাও প্রতিষ্ঠিত ছিল না। ইসলাম শ্রমিক ও মালিকের সুসম্পর্ককে পারস্পরিক সম্মানজনক চুক্তির ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছে। এ চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য মানুষের নৈতিক উন্নয়ন ও আল্লাহর কাছে জবাবদিহির অনুভূতি থাকতে হবে। এ নৈতিক বোধ শ্রমিক-মালিক উভয়কে যার যার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সচেষ্ট করবে। ফলে সুস্থ শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক গড়ে ওঠবে।

১.২. কর্মঘন্টা নির্ধারণ

মানুষের কর্ম ক্ষমতা ও দক্ষতা প্রভাবিত হয় কাজের পরিবেশ, জীবনযাত্রার মান, আবহাওয়া ইত্যাদির দ্বারা। অনেক সময় কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী কাজের সময় বেঁধে দেয়া সঠিক বিবেচনা করেনি। এ ব্যাপারে একটি ন্যায়ভিত্তিক মূলনীতি বলে দিয়েছে। ইসলামের নীতি হলো, কাউকে তার সাধ্যের অধিক কোন বোঝা চাপানো যাবে না। এ মূলনীতির আলোকে যে কোন দেশের যে কোন সময়ের কাজের পরিবেশ, ধরন ও প্রকৃতি অনুযায়ী পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে কর্মঘন্টা নির্ধারণ করে নিতে হবে। নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত কাজ করানোর জন্য সঙ্গত ও সন্তোষজনক ক্ষতিপূরণ বা ওভারটাইম দিতে হবে।

প্রচলিত আইনে বিশেষ করে ১৯৬৫ সালের দোকান ও প্রতিষ্ঠান আইনে (The Shops & Establishment Act) শ্রমিকের কর্মঘন্টা ও সাপ্তাহিক ছুটিসহ বিস্তারিত বিধান দেয়া হয়েছে। বর্তমানে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত আট ঘন্টা কাজের রেওয়াজ চালু আছে। কিন্তু এ কর্মঘন্টার বিধান বহু ক্ষেত্রেই মানা হয় না। এ সব বিধি-বিধানের সাথে ইসলামের নৈতিক মূল্যবোধ সমন্বিত করা হলে তা শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এবং সামগ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় কল্যাণ, স্থিতিস্থাপকতা ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করবে।

১.৩. কাজের প্রকৃতি ও কর্মক্ষেত্র নির্ধারণ

সুষ্ঠু শিল্প-সম্পর্কের জন্য কাজের প্রকৃতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শ্রমিকের সম্মতি ছাড়া তাকে যে কোন কাজে নিয়োগ করার স্বাধীনতা ইসলাম উদ্যোক্তা-শিল্পমালিক-পুঁজিপতিকে দেয় না। প্রচলিত আইনেও এ বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। আমাদের দেশের ১৯৬৫ সালের কারখানা আইনে (Factories Act, 1965) ভারী যন্ত্রপাতি, তুলা-ধুনা যন্ত্র ইত্যাদি কর্মক্ষেত্রে মহিলা ও শিশুদের নিয়োগে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এ আইনে বিভিন্ন ধরণের নিরাপত্তা ও কল্যাণ সংক্রান্ত বিধিমালাও রয়েছে। এ সব বিধান ইসলামের শ্রম বিষয়ক নীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু বাস্তবতা হলো, শ্রমিকগণ এসব আইন সম্পর্কে খুব কমই খোঁজ-খবর রাখেন। এ অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে নৈতিকভাবে দুর্বল ও অসৎ মালিকরা মহিলা ও শিশুদেরকে দিয়ে অবৈধভাবে এসব কাজ করিয়ে নেয়।

১.৪. কর্মক্ষেত্র বেছে নেয়ার ও পরিবর্তনের অধিকার

সুবিধা মতো কর্মক্ষেত্র পরিবর্তন, কাজের সন্ধানে ভ্রমণ ও অভিবাসন গ্রহণ মানুষের সঙ্গত ও স্বাভাবিক অধিকার। এ অধিকার থেকে কাউকে বঞ্চিত করা বা বাধা প্রদান অন্যায়। শ্রমের এ অবাধ যাতায়াতে হস্তক্ষেপ করা মানেই একজন মানুষের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা। ইসলাম মজুরের এ স্বাভাবিক ও স্বাধীন অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং এর নিশ্চয়তা বিধান করেছে। বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিকের এ স্বাধীনতা স্বীকার করা হলেও বাস্তব অবস্থা ভিন্ন। চাকুরীস্থল পরিবর্তন করতে গিয়ে শ্রমিকদেরকে অনেক সময় নানা ধরণের হয়রানির শিকার হতে হয়। অনেক সময় ন্যায্য পাওনা থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা হয়।

১.৫. কোম্পানীর মুনাফায় শ্রমিকের অধিকার

কারখানার মালিকানায় বা ব্যবসায়ের লাভে শ্রমিকদের অংশগ্রহণের ধারণা সাম্প্রতিক মনে হলেও ইসলাম

ইসলামে শ্রমিকের অধিকার

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

শ্রমিক পক্ষ তাদের অবস্থানগত দুর্বল ভিত্তি, অজ্ঞতা, অবহেলা ও আর্থিক অসচ্ছলতা ইত্যাদি নানা কারণে নিজেদের অধিকার আদায়ে যথাযথ বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে পারেন না। এ বাস্তবতার আলোকে ইসলাম তাদের অধিকারের ব্যাপারটিকে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছে। মালিকদের অধিকারের ব্যাপারে ইসলাম যত কথা বলেছে তারচেয়ে অনেক বেশী সোচ্চার হয়েছে শ্রমিকের অধিকারের ব্যাপারে। শ্রমিকের কর্তব্যের-ব্যাপারে যত কথা বলেছে তারচেয়ে অনেক বেশী জোর দিয়েছে মালিকের দায়িত্ব ও কর্তব্যের ব্যাপারে। ইসলাম শ্রমিকদের যে সব অধিকার নিশ্চিত করতে চায় তার মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে এখানে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো-

১.১. ন্যূনতম মজুরী নির্ধারণ

একজন শ্রমিক তার পরিবার-পরিজন নিয়ে তার ন্যূনতম চাহিদা পূরণ করতে পারেন, এমন মজুরী পাওয়ার হকদার। পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থায় মজুরী নির্ধারণের ক্ষেত্রে শ্রমিকের শ্রমকে চাহিদা-সরবরাহের সূত্র অনুসারে বাজারের অন্যান্য পণ্যের মতোই বেচাকেনার পণ্য বিবেচনা করা হয়। অর্থাৎ শ্রমিকের চাহিদা বেশী হলে মজুরী বেশী হবে এবং চাহিদা কম হলে মজুরী কম হবে। পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থায় দ্রব্যের দাম যেমন প্রান্তিক উপযোগিতার ওপর নির্ভরশীল, তেমনি শ্রমিকের মজুরীও তার প্রান্তিক উৎপাদনের বিপরীত। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে শ্রমিকের শ্রম শুধু বেচাকেনার পণ্য নয়। শ্রমিক একজন মানুষ এবং তিনি আল্লাহর একজন প্রতিনিধি। তিনি অন্য মানুষদের ভাই। ভ্রাতৃত্বের হক ও অধিকার নিয়ে তার সম্মানজনক জীবন ধারণ করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। এ জন্য সমাজে শ্রমের চাহিদার অনুপাতে নয় বরং শ্রমিকের ব্যক্তিগত ও পরিবারের ভরণ-পোষণের চাহিদা অনুযায়ী তার একটি ন্যূনতম মজুরীর নিশ্চয়তা থাকতে হবে। ইসলামী অর্থনীতিতে মজুরী নির্ধারণের সূত্র হলো ন্যূনতম মজুরী প্রত্যেক মজুরের প্রয়োজনানুসারে নির্ধারিত হবে। অর্থাৎ প্রত্যেক শ্রমিককে কমপক্ষে এমন মজুরী দিতে হবে যেন তিনি তার ন্যায়ানুগ ও স্বাভাবিক প্রয়োজন মেটাতে পারেন।

শ্রমিকদের মজুরী সংক্রান্ত ৬টি আইন বাংলাদেশে বলবৎ রয়েছে। এইগুলো হচ্ছে ঃ

১. মজুরী পরিশোধ আইন-১৯৩৬ (The Payment of Wages Act, 1936).

২. মজুরী পরিশোধ বিধি-১৯৩৭ (The Payment of Wages Rules, 1937).

৩. বঙ্গীয় মজুরী পরিশোধ (পদ্ধতি) বিধি-১৯৪০ (The Bengal Payment of Wages (procedure) Rules, 1940).

৪. নিম্নতম মজুরী অধ্যাদেশ-১৯৬১ (The Minimum Wages Ordinance, 1961).

৫. নিম্নতম মজুরী বিধি-১৯৬১ (The Minimum Wages Rules, 1961).

৬. কৃষি-শ্রমিক (নিম্নতম মজুরী) অধ্যাদেশ-১৯৮৪ (The Agricultural Labour (Minimum Wages) Ordinance, 1984).

এ সব আইনে শ্রমিকদের অনেক দাবি ও অধিকার সমর্থিত হয়েছে। এ আইনসমূহের ভাষ্য বিশ্লেষণে দেখা যাবে যে এগুলো শ্রমিকদের ইসলাম সমর্থিত অধিকারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং সে লক্ষ্যের দিকে ক্রম অগ্রসরমান। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় এ আইনসমূহের প্রয়োগের ক্ষেত্রে। রাসুল (সাঃ) এখন থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে বিধান দিয়েছেন যে, শ্রমিকের পারিশ্রমিক নির্ধারণ না করে তার কাছ থেকে কাজ

শরীরের অমূল্য অংগসমূহ কেটে নিয়ে বিক্রি করা হয়। যেমন - ১. কিডনী ২.কর্ণিয়া।
সরকার নারীশিশুদের মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে ভ্রমণে বাধা দিলেও একটা সমীক্ষায় দেখা যায় যে গৃহস্থালী কাজ বা পরিচ্ছন্ন কর্মী হয়ে স্কুল, হাসপাতাল যেখানেই নিযুক্ত হোক না কেন এদের পারিশ্রমিক এত কম দেয়া হয় যে এরা বিকল্প আয়ের উৎস হিসেবে যৌন কর্মকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। টাকার লোভে নারীশিশু পাচারকারী চক্র এদেরকে যৌন কর্মীদের হাতে বিক্রি করে ফেলে। ফলে এরা অসামাজিক কাজ করতে না চাইলেও তা করতে বাধ্য করা হয়। এ ব্যাপারে জরুরী ভিত্তিতে এদের রক্ষার জন্য সরকারকে কার্যকরী দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে হবে। মুসলিম দেশ হিসেবে বাংলাদেশের মর্যাদা রক্ষা করতে হবে।

সতর্ক ও সজাগ থাকা :

শিশুদের বেশ কিছু কাজে তাদের পিতা-মাতাকে **সতর্ক ও সজাগ থাকতে হবে**। এর মধ্যে-

১. শিশুদেরকে সময়মত খাবার খাওয়ানো।
২. তাদেরকে মানসম্মত খাদ্য সরবরাহ করা।
৩. তাদের বন্ধু ও সঙ্গী-সাথী নির্বাচন করে দেয়া- কথায় আছে, 'সৎ সংগে স্বর্গবাস- অসৎ সংগে সর্বনাশ'।
৪. টেলিভিশন দেখার নেশা সৃষ্টি হতে না দেয়া।
৫. কম্পিউটার ও মোবাইল ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্ক দৃষ্টি রাখা।
৬. ধুমপান ও বিভিন্ন প্রকার মাদক এবং নেশা জাতীয় দ্রব্য থেকে দূরে রাখা।
৭. ভাল কাজের প্রতি আকর্ষণ ও খারাপ কাজের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টির ব্যাপারে Motivation-এর কাজ অব্যাহত রাখা।
৮. ধর্মীয় জ্ঞান প্রদান ও ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার ব্যাপারে আগ্রহ সৃষ্টি করা এবং নেকী ও গুণাহ সম্পর্কে সচেতন করা।
৯. মুসলিম শিশুদের জন্য ১০ বছর হলেই নামাজ আদায়ে বাধ্য করা এবং বিছানা আলাদা করে দেয়া।
১০. বড়দের শ্রদ্ধা করার বাস্তব প্রশিক্ষণ দেয়া।

শেষ কথা

শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ কর্ণধার। শিশুরা আমাদের জন্য সাদকায়ে জারিয়া। তাদেরকে ভালভাবে গড়তে পারলে আমাদেরই কল্যাণ এবং তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে রাখলে আখেরাতে আমাদেরকেই জবাবদিহি করতে হবে। তাই দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণকে সামনে রেখে দেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের জন্য সরকার সহ সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষকে শিশুদেরকে আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে। এ উদ্দেশ্যে অল্প বয়স থেকেই তাদেরকে লেখাপড়া ও সঠিক প্রশিক্ষণ দেয়া প্রয়োজন। মুসলিম শিশু সন্তানদের ক্ষেত্রে তাদেরকে কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান প্রদান করে সে মোতাবেক চলতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া শুধু পিতা-মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্যই নয়, এটা সরকারেরও দায়িত্ব ও কর্তব্য। আসুন আমরা সকলে মিলে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সঠিক জ্ঞান প্রদান ও সৎ চরিত্র গঠনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখার চেষ্টা করি। আল্লাহ আমাদের তৌফিক দিন। আমীন।।

"ওয়া আখেরো দাওয়ানা আনিল হামদুলিল-াহি রাব্বিল আলামীন।"

৩১. সকল শিশুরই বিনোদন ও খেলাধুলা করার অধিকার আছে, সেই সাথে বৃহৎ জনগোষ্ঠীতে যোগ দেয়ার সুযোগ দিতে হবে।

৩২. সরকার শিশুকে বিপজ্জনক কাজ থেকে রক্ষা করবে অথবা যা তার স্বাস্থ্য ও শিক্ষাকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে তা থেকেও তাকে রক্ষা করবে।

৩৩. বিপজ্জনক ঔষধ সেবন থেকে শিশুকে সরকার রক্ষা করবে।

৩৪. শিশুকে যৌন নির্যাতন থেকে রক্ষা করবে সরকার।

৩৫. সরকার শিশুকে অপহরণ বা বিক্রির হাত থেকে রক্ষা করবে।

৩৬. সরকার শিশুর উন্নয়ন ক্ষতিগ্রস্থ ও বাধাগ্রস্থ হয় এমন সবকিছু থেকে শিশুকে রক্ষা করবে।

৩৭. কোন শিশু আইন লঙ্ঘন করলে তাকে নিষ্ঠুর কোন শাস্তি দিবে না, তাকে কারাগারে বয়স্কদের সাথে রাখবে না এবং যেখানেই রাখা হোক যেন তার পরিবারের সংস্পর্শে থাকতে পারে।

৩৮. ১৬ বছরের নীচে কোন শিশুকে সরকার সামরিক বাহিনীতে নিয়োগ করতে পারবে না।

৩৯. অবহেলিত উপেক্ষিত শিশুকে বিশেষ ব্যবস্থায় সাহায্য করতে হবে যাতে তার স্বাস্থ্য ও মনের পূর্ণ স্ফূরণ ঘটে।

৪০. যে শিশু আইন ভঙ্গ করে ভর্ৎসনা পায় তাকে আইনী সহযোগিতা দিতে হবে।

৪১. এই কনভেনশনগুলো থেকে অধিকার বঞ্চিতকারী কোন দেশীয় আইন হলে সে আইন রহিত হবে।

শেষ কথা : সরকারকে এই কনভেনশনের বিধি-বিধানগুলো শিশু ও তার পিতা-মাতাকে অবহিত করতে হবে।

শ্রম আইনে কিশোর :

১৫ হতে ১৮ বছরের শিশুকে কিশোর বলা হয়।

কতিপয় কাজে কিশোর নিয়োগে বাধাঃ কোন প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি চালু অবস্থায় উহা পরিষ্কারের জন্য, উহাতে তেল প্রদানের জন্য বা উহাকে সুবিন্যস্ত করার জন্য বা উক্ত চালু যন্ত্রপাতির ঘূর্ণায়মান অংশগুলির মাঝখানে অথবা স্থির এবং ঘূর্ণায়মান অংশগুলির মাঝখানে কোন কিশোরকে কাজ করতে অনুমতি দেওয়া যাইবে না। (ধারা ঃ ৩৯)

বিপজ্জনক যন্ত্রপাতির কাজে কিশোর নিয়োগ :

১. কোন কিশোর যন্ত্রপাতির কোন কাজ করিবেন না, যদি না- (ক) তাহাকে উক্ত যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত বিপদ সম্পর্কে এবং এই ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে ওয়াকেফহাল করানো হয়; এবং (খ) তিনি যন্ত্রপাতিতে কাজ করার জন্য যথেষ্ট প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিয়াছেন অথবা তিনি যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত অভিজ্ঞ এবং পুরোপুরি জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে কাজ করেন। (ধারা ঃ ৪০)

২. এই বিধান কেবল মাত্র ঐ সকল যন্ত্রপাতি সম্পর্কে প্রযোজ্য হইবে যে সম্পর্কে সরকার বিজ্ঞপ্তি মারফত ঘোষণা করে যে, এইগুলি এমন বিপজ্জনক যে উহাতে উপ-ধারা ৯১) উলে-খিত শর্তাদি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত কোন কিশোরের পক্ষে কাজ করা উচিত নহে।

৩. সরকার সময়ে সময়ে গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজের যে তালিকা প্রকাশ করিবে ঐ সকল কাজে কোন কিশোর-কিশোরীকে নিয়োগ করা যাইবে না।

ধারা ঃ ৪২- ভূগর্ভে এবং পানির নীচে কিশোরের নিয়োগ নিষেধ- কোন কিশোরকে ভূগর্ভে বা পানির নীচে কোন কাজে নিয়োগ করা যাইবে না।

শিশু পাচার :

দেশের ভিতরে বা দেশের সীমানা পেরিয়ে বাইরে পাচার হয়ে থাকে অনেক শিশু। উদ্বেগজনক হারে এরা পাচার হচ্ছে ভারত, পাকিস্তান ও মধ্যপ্রাচ্যসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। পাচার হওয়া শিশুদের হত্যা করে

৭. তাঁর ছোট ছেলে ইবরাহীমের মৃত্যুতে এতটা দুঃখ পেয়েছিলেন যে তিনি চোখের পানি সংবরণ করতে পারেননি।

আন্তর্জাতিক আইনে শিশু অধিকার :

১. ১৮ বছরের নীচে সকল শিশুর অধিকার আছে।
২. জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শিশুর জন্য এ অধিকার।
৩. শিশুদের জন্য যা কল্যাণকর তা করার জন্য সকল শিশু সংগঠনকে এগিয়ে আসতে হবে।
৪. সরকার শিশুদের অধিকারকে সহজলভ্য করবে।
৫. সরকার শিশুর পরিবারের অধিকার ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে খোঁজ-খবর রাখবে।
৬. সকল শিশুর বেঁচে থাকার অধিকার আছে। আর সরকারকেই এই অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।
৭. সকল শিশুর নাম ও জাতীয়তা তালিকাবদ্ধ করতে হবে।
৮. সরকার শিশুর নাম, জাতীয়তা ও পরিবারকে সম্মান করবে।
৯. শিশুর ইচ্ছা ব্যতীত তাকে তার পিতা-মাতা থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না।
১০. বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত পিতা-মাতাকে তাদের সন্তানদের দেখা ও অবস্থান করার সুযোগ দিতে হবে।
১১. অবৈধভাবে শিশুকে অন্য দেশে নেয়া যাবে না।
১২. শিশু যা চিন্তা করে তা তাকে বলতে দেয়া।
১৩. শিশুদেরকে তথ্য অবহিত করা।
১৪. শিশুকে তার ধর্মীয় অধিকার দেয়া।
১৫. শিশুকে একসাথে মিশতে দেয়া।
১৬. শিশুর গোপনীয়তা রক্ষা করা।
১৭. প্রচার মাধ্যমে শিশুর জ্ঞান অর্জনের সুযোগ দেয়া।
১৮. শিশুদের মাতা-পিতা বা অভিভাবককে সহযোগিতা করা যাতে শিশুদের প্রতিপালন ভালভাবে হয়।
১৯. শিশুদেরকে অবহেলা ও সন্ত্রাস থেকে মুক্ত রাখা।
২০. যে সমস্ত শিশু তার নিজ পরিবারে ভালমত যত্ন পায় না তাদের যত্ন সেখানকার ধর্মীয় ও ভাষাভাষি ব্যক্তিদেরকে নিতে হবে।
২১. দত্তক শিশুদের জন্য যা কল্যাণকর তাই তার কর্তৃপক্ষকে করতে হবে।
২২. প্রবাসী শিশুরা দেশীয় শিশুর মতই সমান অধিকার ভোগ করবে।
২৩. অক্ষম শিশুদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে তারা পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে।
২৪. শিশুদের জন্য পুষ্টিকর খাবার, বিশুদ্ধ পানি, সুন্দর পরিবেশের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
২৫. যে সমস্ত শিশু পিতা-মাতার পরিবর্তে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রতিপালিত তাদের লালন-পালন নিয়মিত পর্যালোচনা হতে হবে।
২৬. প্রয়োজনে শিশুর প্রতিপালনে পরিবারকে সহযোগিতার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ করতে হবে।
২৭. শিশুদের মানসম্মত শারীরিক, মানসিক প্রয়োজন পূরণ করতে হবে। যেসব পরিবার এগুলো পূরণ করতে অসমর্থ সেসব পরিবারকে সরকার সহযোগিতা করবে।
২৮. সকল শিশুরই প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করার অধিকার আছে।
২৯. শিশুর শিক্ষা তার ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা বিকাশে সহায়ক ভূমিকা রাখবে যাতে তার পরিবার ও দেশীয় সংস্কৃতিকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করা হয়।
৩০. শিশু তার পরিবারের ভাষা ও প্রথা শিখতে ও ব্যবহার করতে পারবে।

The Prohibition of Denying Paternity
The Prohibition of Legal Adoption
Adopting a Child to Rear and to Educate
Attributing the Child to a Man Other Than the Child's Father
"Do Not Kill Your Children"
Equal Treatment of Children
Observing the Limits of Allah Regarding Inheritance
Disobedience to Parents: A Major Sin
Insulting Parents: A Major Sin
The Parent's Consent for Jihad

বাংলায়-১. বংশ রক্ষা করা ২. পিতৃ পরিচয় থাকা ৩. দত্তক শিশু আইনে নিষিদ্ধ ৪. শিশুর শিক্ষা দিতে হবে ৫. প্রকৃত পিতারই স্বীকৃতি, অন্য কারো নয় ৬.সন্তান হত্যা নিষিদ্ধ ৭.শিশুদের প্রতি সম আচরণ ৮. উত্তরাধিকারের সীমা সংরক্ষণ ৯. পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের আনুগত্য ১০. পিতা-মাতাকে গালি দেয়া কবিরা গুণাহ ১১. জিহাদে যেতে পিতা-মাতার সম্মতি।

শিশুদের দ্বারা কাজ করানো :

শিশুদের যদি কোন কাজে লাগাতেই হয় তবে তাদের শারীরিক সামর্থ দেখে নিতে হবে, যদি তা বিবেচনা না করা হয় তবে তাদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে।

১. রাসুল (সাঃ) এর জীবদ্দশায় অনেক শিশু বিভিন্ন এলাকায় যাকাত সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত ছিল।
২. যদি কোন শিশু কোন কাজ করে যা তার জন্য উপযুক্ত তাতে কোন দোষ নেই। অনেক শিশু অনেক বয়স্ক শ্রমিকের চেয়েও ভাল কাজ করতে পারে। তবে খেয়াল রাখতে হবে যাতে তার লেখাপড়ায় অসুবিধা সৃষ্টি না করে।
৩. শারীরিক সামর্থের বাইরে কাজ দেয়া শিশুদের জন্য আইনত নিষেধ। তাদের কাজের ফাঁকে তাদের জন্য বিনোদন ও খেলাধুলার ব্যবস্থা থাকতে হবে। কারণ শিশুরা খেলাধুলা পছন্দ করে।
livingshariah@iolteam.com থেকে অনুদিত।

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ও শিশু

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) শিশুদেরকে খুবই ভালবাসতেন। তাঁর জীবনীতে বেশ কিছু ঘটনা দেখা যায়-

১. নাতি হাসান হুসাইনকে কাঁধে নিয়েও নামাজ পড়েছেন।
২. ঈদের দিনে একজন এতিম শিশুকে রাস্তা থেকে বাসায় নিয়ে পরিষ্কার করে পোশাক পরিয়ে নিজ সন্তানের মত আদর করেছেন।
৩. শিশু উমায়েরকে পাখিভক্তের জন্য কবিতা শুনিয়ে তার সাথে হাস্যরসও করেছেন। কবিতাটি হল- "ওহে আবু উমায়ের, কি হল তোমার নুগায়ের" (নুগায়ের একটি পাখির নাম)
৪. নিজ মুখে ফল চিবিয়ে তার রস শিশুর মুখে দিয়ে তাহনিক-শিশুর মুখে সর্বপ্রথম খাদ্য উদ্বোধন করতেন।
৫. রাসুলুল্লাহ (সাঃ) শিশুদেরকে আগে সালাম দিতেন।
৬. তিনি শিশুদেরকে চুমু দিতেন। একজন সাহাবী বললেন যে তিনি শিশুদের চুমু দেন না। তখন তিনি বললেন আল্লাহ তা'য়ালা যদি তোমার অন্তর থেকে দয়ামায়া উঠিয়ে নিয়ে থাকেন তাহলে আমরা আর কি করতে পারি?

৪. সন্তানের বিরুদ্ধে অভিযোগের সময় উমর (রা.) পিতাকে সন্তানের ছোট বেলায় হক পালন করেনি বলে বললেন, তুমি বলছ তোমার ছেলে তোমার হক নষ্ট করেছে। আসলে তো তুমি আগেই তার হক নষ্ট করেছ। ওঠো এখান থেকে চলে যাও।

ইসলামে শিশু অধিকার :

ইসলাম শিশু অধিকারকে খুবই গুরুত্ব দিয়েছে। শিশুরাই সুস্থ সমাজের কেন্দ্রবিন্দু। ইসলাম পুরুষ ও মহিলাকে বিয়ে করার ব্যাপারে উৎসাহিত করে যাতে শিশুদের মাধ্যমে ভবিষ্যত প্রজন্ম অব্যাহত থাকে। শিশুদের অবহেলা যাতে না হয় এজন্য ইসলাম সতর্ক করেছে। শিশু অধিকারগুলো হলো :

১. ইসলামী শরীয়া ভ্রূণ হত্যা হারাম করেছে। ভ্রূণ রক্ষা পিতা-মাতা ও ইসলামী সমাজের দায়িত্ব। কোন চাপ, আঘাত বা বিষ ও ঔষধ দ্বারা ভ্রূণ হত্যা করা যাবে না।
২. মায়ের পেটে থেকে শিশুতে পরিণত হওয়া তার অধিকার। গর্ভপাত ইসলামে হারাম।
৩. প্রত্যেক শিশুর শারীরিক ও নৈতিক অধিকার আছে। ব্যক্তি মালিকানা, উত্তরাধিকার দানসহ লালন-পালন, পিতৃ পরিচয়, বংশ ও ধর্ম রক্ষার অধিকার আছে।
৪. অন্যান্য শিশুদের মতই এতীম ও অসহায় শিশুদের অধিকার আছে- সমাজ ও রাষ্ট্রকে তা দেখতে হবে।
৫. পূর্ণ দুই বছর মায়ের দুধ খাওয়াসহ সেবা-যত্ন পাবার অধিকার আছে।
৬. পিতা-মাতার কাছে সুন্দর পরিবেশে লালিত-পালিত হবার, বিচ্ছিন্ন হলে মায়ের কাছে অথবা নিকটাত্মীয়ের কাছে থাকার অধিকার আছে।
৭. বয়সপ্রাপ্তি পর্যন্ত শিশুর স্বত্ত্বা ও সম্পদ তার পরিবারের হেফাজতে থাকবে অথবা রাষ্ট্রের কাছে থাকবে।
৮. ইসলাম শিশুদের ধর্মীয় অধিকার নিশ্চিত করে। শিশুদেরকে বিপজ্জনক কাজ, যৌন নির্যাতন, সম্পদ হরণ ও সামাজিক অপরাধ থেকে রক্ষা করতে হবে- এটা তাদের অধিকার।
৯. খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসা পাবার অধিকার আছে।
১০. সুন্দর নাম ও আকিকার অধিকার আছে।
১১. খারাপ নাম রাখলে তা পরিবর্তন করে ভাল নাম রাখার অধিকার আছে। রাসুল (সাঃ) খারাপ নাম পরিবর্তন করেছেন ভাল নাম দ্বারা। হারব (যুদ্ধ) নামকে সিলম (শান্তি) নাম এবং আফিরা (নোংরা) নামকে খাজিরা (সবুজ) নাম দিয়েছিলেন।
১২. নিরাপত্তা পাবার অধিকার আছে।
১৩. স্নেহ, ভালবাসা, যত্ন ও ভাল আচরণ পাবার অধিকার আছে।
১৪. বিপদ থেকে রক্ষা পাবার অধিকার আছে।
১৫. কুরআন সুন্নাহর শিক্ষা পাবার অধিকার আছে।
১৬. সাত বছর হলে নামাজ শিক্ষা পাবার অধিকার আছে।
১৭. ভাই-বোনের মধ্যে সমান আচরণ পাবার অধিকার আছে।
১৮. ভুল করলে সংশোধিত হবার অধিকার আছে।
১৯. বিয়ের ব্যবস্থা পাবার অধিকার আছে।
২০. তালাকপ্রাপ্তা কন্যার পিতার কাছে আশ্রয় পাবার অধিকার আছে।

দি মডার্ণ ইসলাম ওয়েবসাইট

একটি ইসলামিক ওয়েবসাইট www.themodernislam.com ইসলামে শিশুদের অধিকার সম্পর্কে নিম্নলিখিত অধিকারগুলো বলা হয়েছে-

The Protection of the Lineage

৩. বিদ্যমান সমস্যা দূরীকরণ। মহিলা ও শিশু শ্রমিকরা তিন অর্থেই পুরোপুরি অধিকার তো পায় না, সাধারণ অধিকারও ভোগ করতে পারে না।

তিনটি কারণে শ্রমিকদের সমস্যা হয় এবং অধিকার বঞ্চিত হয়ে মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য হয়-

১. অধিকার সম্পর্কে অসচেতনতা।
২. বিদ্যমান আইন সম্পর্কে ধারণা না থাকা।
৩. ঐক্যবদ্ধ না থাকা।

অধিকারের উৎস পাঁচটি :

১. আল্লাহ প্রদত্ত কুরআন ও রাসুল (সাঃ) এর হাদিসে বর্ণিত অধিকার।
২. ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকার ঘোষণা, ৩০টি ঘোষণার মধ্যে ২৩ ও ২৪ ধারা শ্রমিকদের জন্য। আই.এল ও কর্তৃক গৃহীত কনভেনশন ১৮৭টি, তন্মধ্যে ৮৭ এবং ৯৮ (সংগঠিত হওয়া ও দর কষাকষি করা) এ দুই ধারাকে অধিকার আদায়ের চাবিকাঠি বলে মনে করা হয়।
৩. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের- ২৮ এর ৪ ধারায় বলা হয়েছে "নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত করিবে না।" সংবিধানের ১৪ ও ১৫ ধারা দু'টি শ্রমিকের অধিকারের সাথে সম্পর্কিত ধারা।
৪. বাংলাদেশের শ্রম আইন।
৫. অন্যান্য উৎস ঃ (১) চাকুরী বিধি (২) সংশ্লিষ্ট গেজেট (৩) কোম্পানী আইন।

আল-কুরআনে শিশু :

১. নিজে বাঁচ, পরিবারকে বাঁচাও জাহান্নামের আগুন থেকে যার ইন্ধন মানুষ ও পাথর। *(সূরা তাহরীম : ৬)*
২. যারা ঈমান এনেছে ও তাদের সন্তানরাও ঈমানের কোন এক মাত্রায় তাদের পদাংক অনুসরণ করেছে, তাদের সেই সন্তানদেরকেও আমরা জান্নাতে তাদের সাথে একত্রিত করব। *(সূরা তুর : ২১)*
৩. গর্ভধারিনী স্ত্রীকে সন্তান প্রসব পর্যন্ত খাওয়ানোর দায়িত্ব স্বামীর। *(সূরা তালাক : ৬)*
৪. সন্তান হত্যা করা যাবে না। *(সূরা ইসরা : ৩১)*
৫. দুই বছর মায়ের দুধ খাবার অধিকার শিশুর আছে। *(সূরা বাকারা : ২৩৩)*
৬. সেসব শিশু যারা স্ত্রীলোকদের গোপন বিষয়াদি সম্পর্কে এখনো ওয়াকিফহাল হয় নাই-তাদের জন্য পর্দা প্রয়োজন নেই। *(সূরা নুর : ৩১)*
৭. আর তোমাদের শিশুরা যখন বুদ্ধির পরিপক্কতা পর্যন্ত পৌছবে তখন অবশ্যই যেন তেমনি অনুমতি নিয়ে আসে যেমন তাদের বড়রা অনুমতি নিয়ে আসে। *(সূরা নুর : ৫৯)*
৮. আমরা যে শুক্রকীটকেই ইচ্ছা করি একটা বিশেষ সময় পর্যন্ত জরায়ুর মধ্যে স্থিতিশীল করে রাখি। পরে তোমাদেরকে একটা শিশুরূপে ভূমিষ্ঠ করি। *(সূরা হজ্ব : ৫)*
৯. তিনিই তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। পরে শুক্রকীট হতে, তারপর জমাট বাধা রক্ত হতে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তোমাদেরকে শিশুর আকার আকৃতিতে বের করেন। *(সূরা গাফের : ৬৭)*

শিশু সংক্রান্ত হাদীস :

১. প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, দায়িত্বশীল তার অধীনস্তদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।
২. ভাল শিক্ষার চেয়ে উত্তম কোন জিনিস পিতা তার সন্তানকে দিতে পারে না। *(তিরমিযী)*
৩. সন্তান তার পিতার জন্য যে দোয়া করে তা সাদকায়ে জারীয়া।

ইসলামে শিশু অধিকার

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, সাবেক এমপি

বাংলাদেশের বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল ওয়ানে আলোর কাফেলা নামক অনুষ্ঠানে বেশ কয়েকটি বিষয়ে আলোচনার সুযোগ হয়েছিল। তন্মধ্যে একদিনের দেয়া একটি সাক্ষাৎকার প্রোগ্রামে আলোচনার বিষয় ছিল ইসলামে শিশু অধিকার। যার ফলে এ বিষয়ে কুরআন, হাদীস এবং ইন্টারনেট থেকে বেশ কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছিল। এগুলো সকলের কাছে পৌছানোর লক্ষ্যে আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

আন্তর্জাতিক আইনে ১৮ বছরের কম বয়স যার তাকে শিশু বলা হয়ে থাকে। বাংলাদেশে ১৪ বছর পর্যন্ত শিশু এবং ১৫ বছর থেকে ১৮ বছর বয়সী শিশুকে কিশোর বলা হয়। শিশু জন্মের জন্য শিশুর কোন পাপ নেই। ইসলামে সাত বছর বয়সী শিশুকে নামাজের জন্য নির্দেশ দেয়ার এবং ১০ বছর বয়সী শিশুকে নামাজ পড়ার জন্য প্রয়োজনে শাসনের জন্য প্রহার করার কথা বলা হয়েছে। এ থেকে বুঝা যায় যে ১০ বছরে শরীয়তের আইন প্রয়োগ করার ব্যবস্থা করতে হবে। হাদীসে আরো বলা হয়েছে যে ১০ বছর বয়সী শিশুকে একই বিছানায় শুইতে দেয়া নিষেধ। এ থেকে বুঝা যায় যে এ বয়সে তাদের যৌন অনুভূতি সৃষ্টি হয়। আবহাওয়ার কারণে বিভিন্ন বয়সে শিশুদের এ অনুভূতির তারতম্য হতে পারে।

শিশুদের বুঝতে শিখার বয়স থেকেই লেখাপড়া ও প্রশিক্ষণ পাওয়া, স্বাস্থ্য ও মনন বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া পিতা-মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য। কিন্তু বাংলাদেশের জনগণ গরীব হবার কারণে শিশুদের লেখাপড়া না করিয়ে অভাব পূরণের জন্য কাজে খাটাতে শুরু করে। কিছুটা জোড়াতালী দিয়ে সংসার চালানোর চেষ্টা করে। ফলে প্রশ্ন উঠে শিশুদের লেখাপড়া ও প্রশিক্ষণ পাওয়া স্বাস্থ্য ও মনন বিকাশের অধিকার তারা কি পাচ্ছে? ঝুঁকিপূর্ণ শিশু শ্রম সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও দন্ডনীয় অপরাধ হওয়া সত্ত্বেও এটা কি বন্ধ হয়েছে? জবাব আসবে- না।

শিশুকে গঠন করার জন্য মায়ের ভূমিকা সবচেয়ে বেশী। একটি বিখ্যাত উক্তি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে চাই। নেপোলিয়ান বলেছিলেন, Give me a good mother, I wil give you a good nation- আমাকে একজন সুন্দর চরিত্রের ভাল মা দাও, আমি তোমাকে একটা সুন্দর জাতি উপহার দিব।

শিশুর সংজ্ঞা :

জাতিসংঘ কনভেনশনে বলা আছে-

A Child means every human being below the age of eighteen years.-১৮ বছরের নীচে সকল মানব সন্তানই শিশু। বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ শিশুর সংজ্ঞা দু'ভাগে ভাগ করেছে- ১৪ বছরের নিচে শিশু এবং ১৪ হতে ১৮ বছরের নীচে কিশোর। কিশোর ঝুঁকিপূর্ণ কাজ ছাড়া অন্যান্য কাজ করতে পারবে বলে বাংলাদেশে নিয়ম চালু আছে।

অধিকারের সংজ্ঞা :

স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন ও ঘোষণা দ্বারা স্বীকৃত পাওনা হচ্ছে অধিকার। পুরুষ, মহিলা ও শিশুসহ সকলের অধিকার সমানভাবে ভোগ করার নিঁশ্চিত ব্যবস্থা থাকা উচিত। পুরুষ শ্রমিকদের তুলনায় মহিলা শ্রমিকদের কম মজুরী প্রদান অথবা সম্মানের দিক দিয়ে কম সম্মান প্রদর্শন সকল আইনেই অপরাধ। আবার শিশুদেরকে বড় মানুষের মত খাটিয়ে কম মজুরী দিয়ে পার পাওয়া ঠগবাজী ছাড়া কিছুই নয়।

অধিকার তিন অর্থে ব্যবহৃত হয় :

১. ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা।
২. বৈষম্য দূরীকরণ।

যাকে সোঁনালী আঁশ বলা হতো তা সুপরিকল্পিতভাবে শেষ করে দেয়া হয়েছে। অথচ প্রতিবেশী ভারত আমাদের পাট দিয়ে নতুন নতুন পাটকল গড়ে তুলছে। এদেশে যাতে বড় শিল্প গড়ে উঠতে না পারে এবং আমরা বিদেশ নির্ভরশীল হয়ে পড়ি সে জন্যে দেশের লক্ষ লক্ষ শ্রমিক আজ চাকুরী হারিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছে। মাথাভারী প্রশাসন ও দুর্নীতির কারণে শিল্প কারখানাগুলোকে কোটি কোটি টাকা লোকসান দিতে হচ্ছে মুক্ত বাজার অর্থনীতির বদৌলতে বাংলাদেশ আজ বিদেশী পণ্যের, বিশেষ করে ভারতীয় পণ্যের বাজারে পরিণত হয়েছে। এ দূরাবস্থা থেকে উত্তরণ করতে হলে দূর্নীতিবাজ আমলা ও কর্মকর্তাদেরকে হঠিয়ে দেশে শিল্প বিকাশের পথকে সুগম করতে হবে এবং শ্রমিকদেরকে উৎপাদনের লভ্যাংশে শরীক করে তাদেরকে উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করতে হবে। বর্তমানে শ্রমিক কর্মচারীরা যা বেতন পায় তাতে তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণ হয় না। তাই শ্রমিক কর্মচারীদের জন্যে সমাজে মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার মত সর্বনিম্ন জাতীয় স্কেল ঘোষণা করতে হবে।

সম্মানিত বন্ধুগণ,

দেশের শ্রমজীবী মানুষ আজ বিভিন্নভাবে নির্যাতিত ও বঞ্চিত। স্বাধীনতার ৩৮ বৎসর পরেও তাদের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হয়নি। তাদের মৌলিক চাহিদা তথা ভাত, কাপড়, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বাসস্থানের অভাব পূরণ হয়নি। রাজনীতিবিদরা সুন্দর সুন্দর মুখরোচক কথা বলে শ্রমিকদেরকে ব্যবহার করে ক্ষমতায় গিয়ে তাদের কথা ভুলে যায়। এক শ্রেণীর আদর্শহীন অসৎ ও ধোঁকাবাজ শ্রমিক নেতা শ্রমিকদেরকে আন্দোলনের ডাক দিয়ে মালিকের সঙ্গে আঁতাত করে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করে সরে পড়ে। এসব শ্রমিক নেতা মিল-কারখানা লুটপাট, চাঁদাবাজি করে বাড়ী-গাড়ীর মালিক হয়ে যায়। এরা মালিক শ্রমিকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব লাগিয়ে দিয়ে নিজেরা লাভবান হওয়ার সুযোগ খুঁজতে থাকে। আসলে এরা শ্রমিকদের বন্ধু নয়, শ্রমিকের শত্রু। এসব স্বার্থান্বেষী শ্রমিক নেতার মাধ্যমে শ্রমিকদের কোন উপকার হতে পারে না। দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ মানব, মেহনতী মানুষের বন্ধু হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) পনের শত বৎসর পূর্বে শ্রমিক মালিকের জন্যে যে ইনসাফপূর্ণ শ্রমনীতি ঘোষণা দিয়েছিলেন তাতেই রয়েছে শ্রমিক সমস্যার বাস্তব সমাধান। তিনি বলেছিলেন "গায়ের ঘাম শুকাবার পূর্বে শ্রমিকের পাওনা দিয়ে দিতে হবে।" অন্যদিকে মালিকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছিলেন "শ্রমিকেরা হচ্ছে তোমাদের ভাই তাদের প্রতি ভাইয়ের মত ব্যবহার কর।" তাই বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন মালিক শ্রমিক দ্বন্দ্ব কিংবা শ্রেণী সংগ্রাম নয় বরং মালিক-শ্রমিক সমঝোতার মাধ্যমে শ্রমিক সমস্যার ইনসাফপূর্ণ সমাধান চায়।

সারা দুনিয়াব্যাপী যে অশান্তি এবং হানাহানি চলছে তার মূল কারণ হল মানুষের বানানো আইন। মানুষের গড়া জীবন ব্যবস্থা মানুষকে মুক্তি দিতে পারেনি। একমাত্র আল্লাহর শাশ্বত বিধান আল-কোরআনের সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি সুখী ও সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ে উঠতে পারে এবং সমাজ থেকে সকল অন্যায়, অত্যাচার, ব্যভিচার, দূর হতে পারে। শুধু তাই নয় এ দুনিয়ার জীবনের পরে আখেরাতের জীবনেও শান্তি লাভের ইহাই একমাত্র পথ। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন এ সমাজ কায়েমের লক্ষ্যে শ্রমিক সমাজের ন্যায্য অধিকার আদায়ের সাথে সাথে এক দল খোদাভীরু, সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে তোলার কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। আমি সকল শ্রমজীবী মানুষকে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার উদাত্ত আহবান জানিয়ে এবং আবারও সকলকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।

বাংলাদেশ-জিন্দাবাদ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন-জিন্দাবাদ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন, চট্টগ্রাম বিভাগ (দক্ষিণ)

দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন'০৯

উদ্বোধনী ভাষণ

এম এ তাহের
সভাপতি

সম্মানিত প্রধান অতিথি বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল সাবেক এমপি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, সম্মানিত প্রধান বক্তা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম বিভাগ দক্ষিণের প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা শামসুল ইসলাম এমপি, সম্মানিত বিশেষ অতিথিবৃন্দ, সম্মানিত নেতৃবৃন্দ, জাতির বিবেক সাংবাদিক বন্ধুগণ, সুধী মন্ডলী এবং বিভিন্ন জেলা থেকে আগত প্রাণপ্রিয় প্রতিনিধি ভাইয়েরা আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ।

আমি সর্বপ্রথম আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের লাখো-কোটি শোকরিয়া আদায় করছি যিনি তার অশেষ মেহের বানীতে আমাদেরকে আজকে এই বিভাগীয় দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন করার সুযোগ দান করেছেন। দরুদও সালাম পেশ করছি মানবতার মুক্তির দিশারী শ্রমজীবি মেহনতী মানুষের বন্ধু হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি। আজকের এদিনে গভীর শ্রদ্ধা এবং ভারাক্রান্ত হৃদয়ে স্বরণ করছি বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সাবেক সহ-সভাপতি মরহুম কবীর আহমদ মজুমদারকে যিনি গত ২৬ শে জুন'২০০৮ চট্টগ্রামে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগ দান করার উদ্দেশ্যে ঢাকা থেকে ট্রেন যোগে আসার পথে পথিমধ্যে ট্রেনেই ইন্তেকাল করেন। আল্লাহপাক তাহাকে জান্নাতের উত্তম স্থান করুন।

সম্মানিত মেহমানবৃন্দ ও বন্ধুগণ,

আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ আজ এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। ১-এগারোর ধারাবাহিকতায় পাতানো নির্বাচনের মাধ্যমে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসেছে। ক্ষমতায় এসেই তারা দেশ বিরোধী, দেশের স্বার্থ বিরোধী এবং পার্শ্ববর্তী দেশের এজেন্ডা বাস্তবায়নে ব্যাস্ত হয়ে পড়েছে। তারা ট্রানজিটের নামে ভারতকে স্থলপথ, নৌ-পথ এবং বন্দর ব্যবহারের মত আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে। তারা এশিয়ান হাইওয়ের নামে ভারতকে করিডোর প্রদান করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। ভারতের টিপাইমুখ বাধকে তারা প্রকাশ্যে সহযোগিতা করছে। অথচ এই বাধ বাংলাদেশকে মরুভূমিতে পরিণত করবে। ক্ষমতায় এসে তারা মিমাংসিত ইস্যুকে ইস্যু বানিয়ে ইসলামী আন্দোলনকে ধ্বংস করার হীন চক্রান্তে লিপ্ত। অন্যদিকে ধর্মদ্রোহী নাস্তিকদের দ্বারা শিক্ষা কমিশন গঠন করে আবার সেই ৭৪ সনের বস্তা পচা শিক্ষা নীতি জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়ার নীল নক্সা বাস্তবায়ন করতে চাচ্ছে। আজ দেশে দখলবাজি, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, খুন সন্ত্রাস, রাহাজানি ছিনতাই অহরহ চলছে। এ ব্যাপারে সরকারের কোনো নজর নাই। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিতে শ্রমিক মেহনতী জনতার নাভিশ্বাস অবস্থা ক্ষমতায় আসার পূর্বে তারা বলেছিল ১০ টাকা সের চাউল, বিনামূল্যে সার এবং প্রত্যেক ঘরে চাকুরী দিয়ে কিন্তু ক্ষমতায় এসে এসব বেমালুম ভুলে গেছে।

সম্মানিত ভাইয়েরা,

এদেশের শ্রমিকেরা অনেক স্বপ্ন নিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তারা মনে করেছিল দেশে স্বাধীন হলে নতুন নতুন মিল কারখানা গড়ে উঠে বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান হবে। কিন্তু দেখা গেল শিল্প কারখানাগুলো রাষ্ট্রীকরণ ও বিরাষ্ট্রীয়করণের ঘূর্ণাবর্তে পড়ে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এদেশের সর্ববৃহৎ শিল্প, পাট

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান
সাবেক এম.পি
সভাপতি
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

বাণী

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম বিভাগ (দক্ষিণ) এর দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন-২০০৯ উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'য়ালার শুকরিয়া আদায় করছি এবং তাদের এই প্রচেষ্টাকে মুবারকবাদ জানাচ্ছি। দরুদ এবং সালাম পেশ করছি বিশ্ব মানবতার মুক্তিদূত, সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ নেতা হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি যার ঘোষণা "শ্রমিকের ঘাম শুকানোর আগেই তার মজুরী দিয়ে দাও"- "তোমরা যা খাও, তোমাদের অধীনস্তদেরকেও তাই খেতে দাও, "তোমরা যা পরিধান কর তোমাদের অধীনস্তদের তাই পরতে দাও"- অসহায় খেটে খাওয়া মানুষদের কিয়ামত পর্যন্ত অনুপ্রেরণা যোগাবে।

ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়নের একমাত্র শ্রমিক সংগঠন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন আলাপ আলোচনার মাধ্যমে শ্রমিক-মালিকের সম্পর্ক উন্নয়ন করে শিল্প প্রতিষ্ঠানে অধিক উৎপাদনের ধারা অব্যাহত রাখার চেষ্টা করছে। ফেডারেশন তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই অসহায়, খেটে খাওয়া শ্রমিক-কর্মচারীসহ সকল মানুষের দুনিয়ার কল্যাণ ও আখিরাতের মুক্তির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এ ফেডারেশন দেশে উৎপাদনমুখী পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে শ্রমিক-কর্মচারীদেরকে উৎপাদিত পণ্যের লভ্যাংশে শরীক করে তাদের মধ্যে অংশীদারিত্বের দায়িত্বানুভূতি সৃষ্টি করতে চায় এবং গার্মেন্টসসহ দেশের শিল্পাঞ্চলগুলোতে অগ্নিসংযোগ ও ভাংচুরের মত বিরাজমান প্রতিকূল পরিবেশ এর পরিবর্তন ঘটিয়ে একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে চায়। এ সম্মেলন এমন এক সময়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে যখন দেশে গণতান্ত্রিক সরকার থেকেও সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ আকাশ ছোঁয়া দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির কারণে প্রয়োজন মত খাবার গ্রহণ করতে পারছে না। দেশের স্বাধীনতা ও ইসলামী মূল্যবোধ আজ হুমকীর সম্মুখীন। বর্তমানে দেশী-বিদেশী ইসলাম বিদ্বেষী শক্তি দেশ ও জনগণের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

এমতাবস্থায় দেশের জনগণকে বিশেষ করে খেটে খাওয়া মানুষদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে শ্রমজীবী মানুষের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

আমরা আমাদের মহান প্রভূর সন্তুষ্টি চাই। তাই আল-াহ প্রদত্ত ও মুহাম্মাদুর রাসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদর্শিত আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যেন আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় অসহায় মানুষের অধিকার আদায়ের চেষ্টা করে যেতে পারি। আল্লাহ আমাদের সেই তৌফিক দিন। আমীন।

(অধ্যাপক মুজিবুর রহমান)

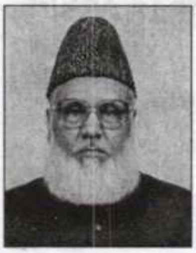

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

আমীর

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

সাবেক মন্ত্রী, কৃষি ও শিল্প মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন-এর চট্টগ্রাম বিভাগ (দক্ষিণ) তাদের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন-২০০৯ উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করছে জেনে আমি এই উদ্যোগকে মুবারকবাদ জানাচ্ছি।

আমার জানামতে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন দাবী আদায়ের লক্ষ্যে শ্রমিক আর মালিকের মধ্যে বিদ্বেষ তৈরীর বদলে পারস্পরিক সমঝোতা ও সহানুভূতির মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি ও শ্রমিকদের কল্যাণ প্রচেষ্টায় বিশ্বাসী।

সকল কাজের জন্যে মালিক, পরিচালক ও শ্রমিক সবার মধ্যে আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার অনুভূতি সৃষ্টি এবং উৎপাদন ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে শ্রমিক অঙ্গনে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা এবং সুস্থ পরিবেশ তৈরী করা সম্ভব।
আশা করি শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন বাংলাদেশের শ্রমিক অঙ্গনে শান্তিপূর্ণ, গঠনমূলক, নিয়মতান্ত্রিক ও উৎপাদন সহায়ক ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গড়ায় আরো শক্তিশালী ও ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখবে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের সহায় হোন।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম বিভাগ (দক্ষিণ) এর আসন্ন দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন-২০০৯ সফল ও সার্থক হোক।

(মতিউর রহমান নিজামী)

সম্পাদকীয়

আলহামদুলিল্লাহ। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কোটি কোটি শুকরিয়া অনেক চড়াই-উৎরাই ও প্রতিকূলাতার মাঝেও শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম বিভাগ দক্ষিণ-এর দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠান উপলক্ষে এ স্মারক প্রকাশ করতে পেরেছি। ১৯৭৬ ইং সালে প্রথম চট্টগ্রাম বিভাগ নামের সেই ছোট্ট শিশুটি হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে ২০০৯ সালে কলেবরে অনেক বড়। এর অগ্রগতির ধারা হিসেবে ২০০২ সালে চট্টগ্রাম মহানগরী পৃথক সংগঠন হিসেবে নিজ পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হয়। মহানগরী বিভক্তির পর নেতৃত্ব এবং দায়িত্বশীলদের মধ্যেও পরিবর্তন আসে। শুরু হল আর একটি নতুন পর্যায় সুদূর টেকনাফ থেকে লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর, বি-বাড়িয়া জেলাসহ বিভাগের সকল জেলায় কাজ ছড়িয়ে দেয়ার নতুন প্রত্যয়। এ যাত্রায় অনেক প্রচেষ্টার সুফল হিসেবে আমরা সক্ষম হই সকল জেলায় সংগঠন গড়ে তুলতে। ২০০৪ এ সম্মেলনে আমরা আরো এক ধাপ এগিয়ে চট্টগ্রাম বিভাগকে বিভক্ত করে চট্টগ্রাম বিভাগ দক্ষিণ এবং চট্টগ্রাম বিভাগ উত্তর হিসেবে সংগঠন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছি। যার ফলশ্রুতিতে শ্রমিক কল্যাণের বিভাগ দক্ষিণকে সংগঠিত করার প্রক্রিয়া এগিয়ে যাচ্ছে।

শ্রমিক কল্যাণের এই অগ্রযাত্রার মূল লক্ষ্য ছিল এদেশে ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের মাধ্যমে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার দাওয়াত শ্রমিক ময়দানে জনপ্রিয় করা। এদেশে প্রায় ৫০০ ট্রেড ইউনিয়ন এবং ২৩ টি ফেডারেশন থাকার পরও ঈমানের দাবী পূরণে শ্রমজীবি মানুষের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে দেশে একটি অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি করতে শ্রমিক কল্যাণ চট্টগ্রাম বিভাগ দক্ষিণ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। পাশাপাশি প্রতিষ্ঠিত সরকার ব্যবস্থায় শ্রমিক-মালিক সু-সম্পর্ক বজায় রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখি। ১৯৭২ সালে ঢালাও জাতীয়করণের মাধ্যমে এদেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল। স্বাধীনতার ৩৮ বছরে এই শৃংখলা আজো ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়নি। উপরন্তু একটি অশুভ চক্র আজও এদেশকে পরনির্ভরশীল করে দেশ থেকে ইসলামী মূল্যবোধ ও শিক্ষা-সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার হীন এবং স্বাধীনতা বিকিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। তারা কথায় কথায় মৌলবাদ উৎখাত ও জঙ্গী দমনের নামে এদেশ হতে জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী শক্তিকে উৎখাতের স্বপ্নে বিভোর হয়ে পরনির্ভরশীলতার মোড়কে জাতিকে বিভক্ত করতে স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ ধুয়া তুলছে। আজকের এই সম্মেলন থেকে আমাদেরকে দেশের সার্বিক পরিস্থিতির মোকাবেলায় সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। সময় এবং সম্পদের কুরবানী করে চলমান আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়ার শপথ নিতে হবে। আবেগ আর আকাংখা থাকলেও সম্পদ এবং যোগ্যতার সীমাবদ্ধতার কারণে আন্দোলনকে যর্থাথ মানে পৌছাতে না পারার ব্যর্থতা সম্পূর্ণ আমাদের।

এ সম্মেলনকে সফল করতে যে সমস্ত সহৃদয় ব্যক্তি মূল্যবান বাণী, পরামর্শ, শ্রম, লেখা দিয়ে স্মারককে সমৃদ্ধ করেছেন এবং যারা আর্থিক ও বিজ্ঞাপন দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। সর্বস্তরের দায়িত্বশীল নেতৃবৃন্দ এবং কর্মী ভাইদেরকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। সব শেষে মহান আল্লাহ আমাদের সকল ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দিন এবং এই সামান্য কাজকে আখিরাতে নাজাতের উছিলা হিসেবে গ্রহণ করুন। আমীন॥

সূচি

সম্পাদকীয়	৪
আমীরে জামায়াতের বাণী	৫
কেন্দ্রীয় সভাপতির বাণী	৬
স্বাগত ভাষণ	৭
ইসলামে শিশু অধিকার *অধ্যাপক মুজিবুর রহমান*	৮
ইসলামে শ্রমিকের অধিকার *মোহাম্মদ আবদুল মান্নান*	১৬
ইসলামে শ্রমনীতি *অধ্যাপক মোল-া হারুনুর রশিদ*	২০
সর্বস্তরে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা বর্তমান সময়ের দাবী *মোঃ সেলিম পাটওয়ারী*	২৫
সাংগঠনিক প্রতিবেদন	২৮
এ্যালবাম	৩০
সংবাদ পরিক্রমা	৩২
বিজ্ঞাপন	৩৮

সম্মেলন স্মারক'০৯

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

এম.এ. তাহের

সভাপতি, চট্টগ্রাম বিভাগ (দক্ষিণ)

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

মোহাম্মদ সেলিম পাটওয়ারী

সম্পাদনায়

মশিউর রহমান

রফিকুল ইসলাম

কামাল উদ্দিন আহমদ

প্রকাশনায়

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

চট্টগ্রাম বিভাগ (দক্ষিণ)

১৯, জামাল খান রোড, চট্টগ্রাম-৪০০০

ফোন ঃ ০৩১-৬১৪০২০

প্রকাশকাল

অক্টোবর ২০০৯

ডিজাইন, কম্পোজ ও প্রিন্ট

সিটি কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স

আল ফাতাহ শপিং সেন্টার (৩য় তলা)

১৮২, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

ফোন ঃ ০৩১-৬১ ৫২ ৪৯

০১৫৫৪-৬৩২৯৭৯

শুভেচ্ছা মূল্য ঃ ১০ টাকা

সম্মেলন স্মারক'০৯

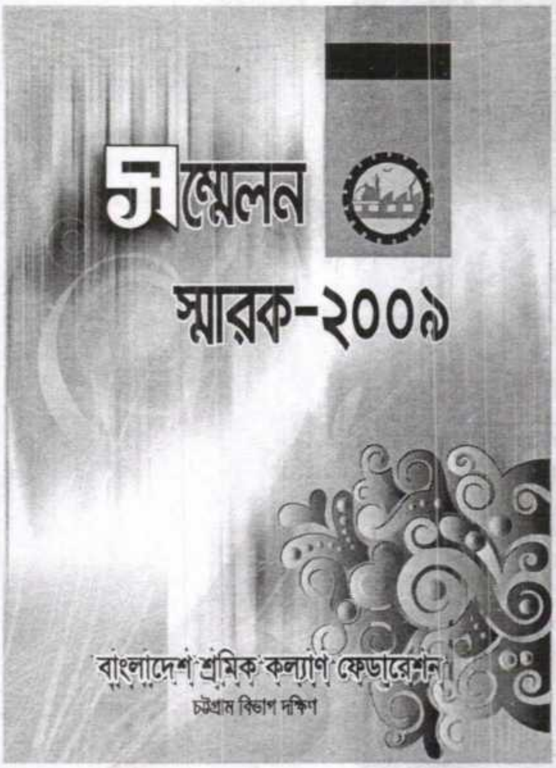

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

চট্টগ্রাম বিভাগ (দক্ষিণ)

Your investment that much precious to us

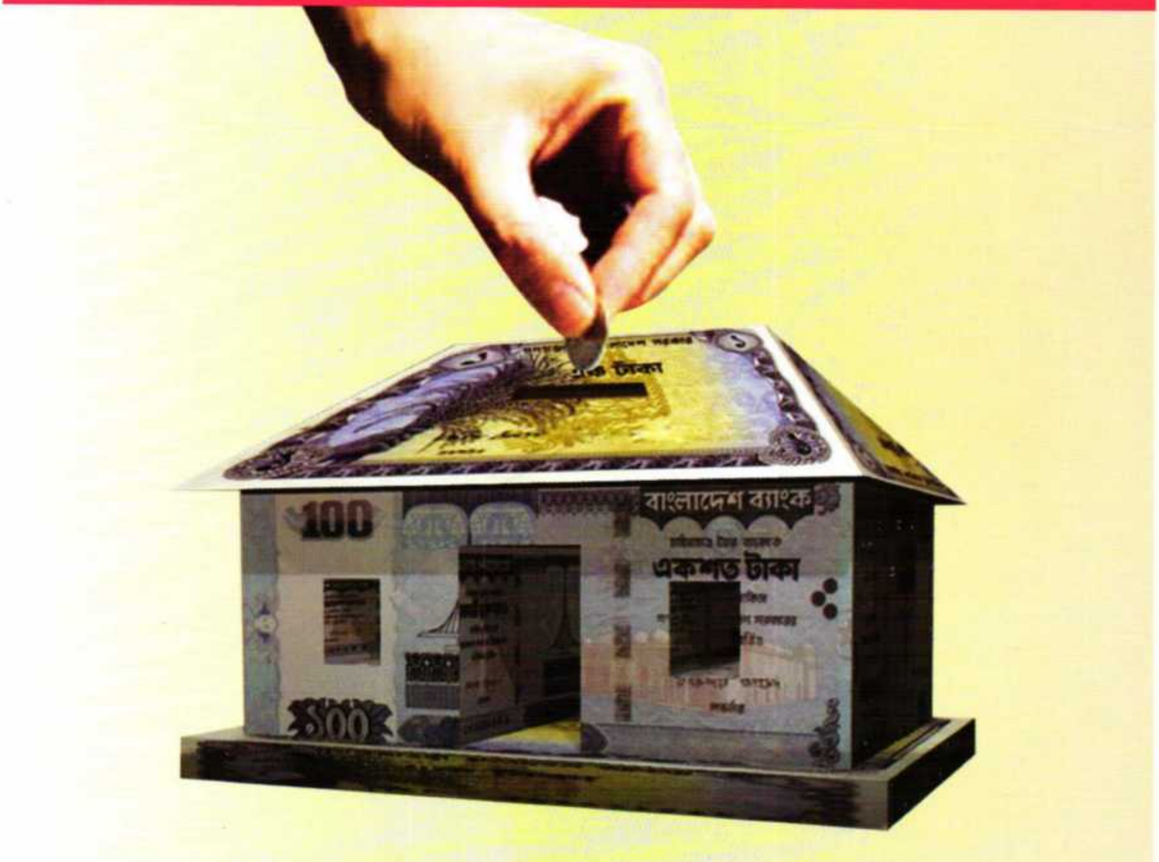

Select your sweet home from :
Nasirabad H/S, College Road,
Chatteshwari Road, Chandgaon R/A

SAF
HOLDINGS

SAF HOLDINGS LTD.
Shahpuri Tower (4th floor)
335, CDA Avenue, Lalkhan Bazar, Chittagong
Phone : 031-2855155, 031-2855156
Cell : 0191-5459034, 0191-5459033, 0191-5459032, 0191-5459031

MEMBER REHAB

এখনই রেজিস্ট্রেশন করুন...

IBBL SMS Banking

সুবিধাসমূহ

- একাধিক একাউন্ট রেজিস্ট্রেশন
- আন্তর্জাতিক Push-Pull সুবিধা
- একাউন্ট ব্যালেন্স
- একাউন্ট সম্পর্কিত তথ্য
- সংক্ষিপ্ত একাউন্ট বিবরণী

SMS ফরমেট: IBB<space>SERVICE<space>PIN পাঠিয়ে দিন **6969**

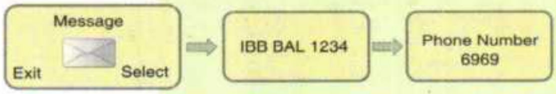

একাউন্ট সম্পর্কিত তথ্য জানতে
IBB<space>ACI<space>1234

একাউন্ট ব্যালেন্স জানতে
IBB<space>BAL<space>1234

সংক্ষিপ্ত একাউন্ট বিবরণী জানতে
IBB<space>STM<space>1234

আপনার ম্যাসেজ পাঠিয়ে দিন: 6969

প্রবাসী গ্রাহকগণ +8801714006969

IBBL iBanking

URL/ Address: http://ibblportal.islamibankbd.com/

সুবিধাসমূহ

- একাধিক একাউন্ট রেজিস্ট্রেশন
- একাউন্ট সম্পর্কিত তথ্য
- একাউন্ট ব্যালেন্স
- একাউন্ট বিবরণী
- বিনিয়োগ একাউন্ট বিবরণী
- লেন-দেনের সারসংক্ষেপ
- বৈদেশিক অর্থ প্রেরণ সম্পর্কিত তথ্য এবং রিকনসিলিয়েশন স্টেটমেন্ট (শুধুমাত্র এক্সচেঞ্জ হাউসসমূহের জন্য)

শীঘ্রই আসছে

- ইউটিলিটি বিল পরিশোধ
- ফান্ড ট্রান্সফার

উল্লেখিত সেবাসমূহ শুধুমাত্র আমাদের অনলাইন শাখাগুলোতে পাওয়া যাবে। সপ্তাহব্যাপী ২৪ ঘণ্টা সেবা।

কল্যাণমুখী ব্যাংকিং ধারার প্রবর্তক

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

ইসলামী শরী'আহ্ মোতাবেক পরিচালিত
www.islamibankbd.com

ইসলামী ব্যাংক আমার ব্যাংক

Product : **Citty Computer & Printers,** 01554-63 29 79